প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৮ ১৬ - ২২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব

১৫ আগস্ট

হারানো নাকি ফিরে পাওয়া

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন ও আশার জীবন

মারীয়া হলেন খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের মা জননী

ঈশ্বরের ভালোবাসায় আস্থা

দর্শন দানের মাধ্যমে ক্যাটালিনা রিভাস এর কাছে পবিত্র খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

বিশ্বস্ততা ও ঝকঝকে নিখুঁত ছাপার নির্ভরতার প্রতীক

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম জেরী প্রিন্টিং।

সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।

জেরী প্রিন্টিং প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। **সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন।** যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়।

আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৮
১৬ আগস্ট - ২২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০১ ভাদ্র - ০৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

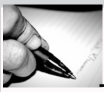

সম্পাদকীয়

ভালো ফলাফলের চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া বড়

১০ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল। ফলাফল প্রকাশের দিনটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য যেমন আনন্দের, তেমনি অনেকের জন্য উদ্বেগ ও হতাশারও। কেউ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে আনন্দিত হয়, কেউ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল করে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, আবার কেউ ফলাফল মনমতো না হওয়ায় নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। কিন্তু এই ফলাফলকে জীবনের চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই। কারণ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভালো মানুষ হতে পারাটাই জীবনের প্রকৃত সাফল্য।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল ভালো নম্বর পাওয়া নয়; শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, বিবেক, মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করে। একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল করেও যদি সত্যবাদী, দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী, সহানুভূতিশীল ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তবে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিপরীতে, যে শিক্ষার্থী হয়তো প্রত্যাশিত ফলাফল করতে পারেনি, কিন্তু সততা, পরিশ্রম, মানবিকতা ও নৈতিকতার পথে এগিয়ে চলে–সে সমাজ ও দেশের জন্য অনেক বড় সম্পদ হয়ে উঠতে পারে।

খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে শিক্ষার এই মানবিক ও নৈতিক মাত্রাটি আরও গভীর। যিশু খ্রিস্ট মানুষকে শুধু জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানাননি; তিনি ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে বলেছেন। তাই একজন খ্রিস্টান শিক্ষার্থীর সাফল্য শুধু সার্টিফিকেট বা ফলাফলে নয়, বরং তার জীবনযাপনেও প্রকাশ পেতে হবে। সে পরিবারে দায়িত্বশীল, সমাজে সহমর্মী, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ়–এটাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।

এসএসসি-পরবর্তী সময় তাই শুধু কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতির সময় নয়; এটি নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলারও সময়। শিক্ষার্থীদের এখন নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে–আমি ভবিষ্যতে কী হতে চাই, তার পাশাপাশি আমি কেমন মানুষ হতে চাই? ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, প্রশাসক, উদ্যোক্তা কিংবা ধর্মনেতা–যাই হই না কেন, মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। নতুন শিক্ষাজীবনে বিষয় নির্বাচন, উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি চরিত্র গঠন, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মিক বিকাশের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে।

এখানে অভিভাবকদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের ফলাফলকে ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি বানানো উচিত নয়। ভালো ফল করলে আনন্দ করা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি ফলাফল প্রত্যাশামতো না হলে সন্তানকে হতাশ না করে তার সম্ভাবনা খুঁজে বের করতে সাহায্য করা প্রয়োজন। একটি পরীক্ষার ফলাফল কখনোই একটি মানুষের সম্পূর্ণ সামর্থ্য বা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না।

১৫ আগস্ট খ্রিস্ট মণ্ডলীতে পালিত হয় কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব। ধন্যা কুমারী মারীয়া আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন–মানুষের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব বাহ্যিক সাফল্য, ক্ষমতা কিংবা মর্যাদায় নয়; ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, বিনয়, আনুগত্য ও ভালোবাসায়। তিনি নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের 'হ্যাঁ' ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের 'হ্যাঁ'। তাই স্বর্গোন্নয়নের মহিমা আমাদের শেখায়, পৃথিবীর সাফল্যকে চূড়ান্ত মনে না করে ঈশ্বরমুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে হবে।

মা মারীয়া তরুণ প্রজন্মের জন্যও বিশেষ অনুপ্রেরণা। জীবনে কী হব–এই প্রশ্নের পাশাপাশি কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব–এই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্যের দৌড়ে যেন আমরা সততা হারিয়ে না ফেলি, প্রতিযোগিতায় যেন সহপাঠীকে শত্রু মনে না করি এবং উচ্চশিক্ষার পথে যেন মানবিকতার আলো নিভে না যায়।

এসএসসি ফলাফল একটি মাইলফলক, শেষ গন্তব্য নয়। ভালো ফলাফল নতুন সুযোগের দরজা খুলতে পারে; কিন্তু ভালো চরিত্র, মানবিকতা ও বিশ্বাস মানুষকে সেই সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগানোর শক্তি দেয়। তাই যারা ভালো ফলাফল করতে পেরেছে তারা যেন অহংকারী না হয়ে কৃতজ্ঞ হয়; আর যারা প্রত্যাশিত ফলাফল পায়নি, তারা যেন হতাশ না হয়ে নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করে। এবার হয়ে ওঠেনি কিন্তু পরেরবার অবশ্যই ভালো করবো এবং আমি ভালো হবো এ প্রত্যয়ে পথ চলা শুরু করি আজ থেকেই। †

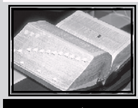

ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূণ্য হাতে। (লুক ১: ৫৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

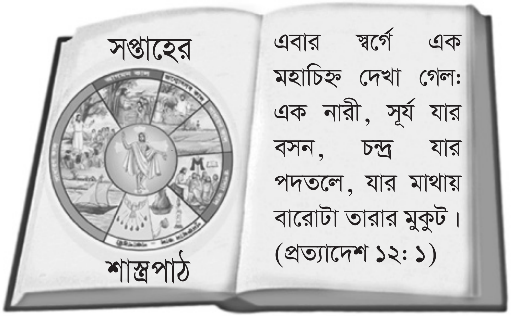

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ আগস্ট - ২২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৬ আগস্ট, রবিবার
সাধারণকালের ২০তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, মহাপর্ব
প্রত্যা ১১: ১৯; ১২: ১-৬, ১০; সাম ৪৫: ১০-১১, ১৩-১৪; ১ করি ১৫: ২০-২৬; লুক ১: ৩৯-৫৬ *(খুলনা ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্বদিবস)*

১৭ আগস্ট, সোমবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
এজে ২৪: ১৫-২৪, সাম ২ বিব ৩২: ১৮-২১, মথি ১৯: ১৬-২২

১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
এজে ২৮: ১-১০; সাম ২ বিব ৩২: ২৬-২৮, ৩০, ৩৫-৩৬; মথি ১৯: ২৩-৩০

১৯ আগস্ট, বুধবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু জন ইউদেস, যাজক
এজে ৩৪: ১-১১; সাম ২৩: ১-৬; মথি ২০: ১-১৬

২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
এজে ৩৬: ২৩-২৮; সাম ৫১: ১০-১৩, ১৬-১৭; মথি ২২: ১-১৪

২১ আগস্ট, শুক্রবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু দশম পিউস, পোপ, *স্মরণ দিবস*
এজে ৩৭: ১-১৪; সাম ১০৭: ২-৯; মথি ২২: ৩৪-৪০

২২ আগস্ট, শনিবার
সাধারণকালের ২০তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
বিশ্ব রাণী মারীয়া, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ইসা ৯: ১-৬; সাম ১১৩: ১-৭; লুক ১: ২৬-৩৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৩৮ সি.এম. রোজ বার্ণার্ড গেরিং, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রা. ওয়াল্টার জে. রেমলিঙ্গার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফা. যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সি. স্ট্যানিসলাস, এমসি

১৭ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৮৬ সি. এমি সেন্ট-জার্মেইন, সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রা. আকুইলা লেনিয়েল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ ফা. জেরাল্ড ম্যাকম্যাহন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. দান্তে বেরতলি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সি. মেরী ইগ্নেসিউস, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৯ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৮৩ সি. জুডি সোল, এসএমএসএম
+ ১৯৮৪ ব্রা. ডনাল্ড ডব্লিউ স্মিট্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রা. চার্লস বিবো, সিএসসি (ঢাকা)

২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫১ ফা. জ্যাঁ-মারী ফ্লরী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু (রাজশাহী)

২১ আগস্ট, শুক্রবার
+ ২০২৩ সি. মেরী বার্তা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৩৪ ফা. পিয়ের রোলে, সিএসসি
+ ২০২০ সি. মেরী অর্পিতা, এসএমআরএ (ঢাকা)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২৪৯ দাম্পত্য সমাজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবাহ এবং পরিবার গঠনের লক্ষ্য হচ্ছে দম্পতিদের মঙ্গল, সন্তান প্রজনন ও সন্তানদের শিক্ষাদান।

২২৫০ "প্রতিটি ব্যক্তির, এবং মানবিক ও খ্রীষ্টীয় সমাজের কল্যাণ সুষ্ঠু দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত" (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ৪৭.১)।

২২৫১ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়সম্মত বাধ্যতার মনোভাব পোষণ এবং তাদের সহায়তা দান করা সন্তানের কর্তব্য। সন্তানসুলভ শ্রদ্ধার মনোভাব গোটা পরিবারের মধ্যে সুষম সম্পর্ক গড়ে তোলে।

২২৫২ সন্তাদেরকে বিশ্বাসে, প্রার্থনায় এবং সকল গুণাবলীতে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমতঃ পিতামাতার। সন্তানদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন যথাসাধ্য পূরণ করার দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত।

২২৫৩ পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানদের জীবনের আহ্বানকে মর্যাদা দেয়া এবং উৎসাহিত করা। তাদের নিজেদের মনে রাখতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে যে, খ্রীষ্টভক্তদের প্রথম আহ্বান হচ্ছে যীশুকে অনুসরণ করা।

২২৫৪ নাগরিক কর্তৃপক্ষ ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দিতে এবং তার স্বাধীনতা ভোগ করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে দায়বদ্ধ।

২২৫৫ সমাজ গঠনের জন্য সততা, ন্যায্যতা, একাত্মতা এবং স্বাধীনতার মনোভাব নিয়ে নাগরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একসাথে কাজ করা নাগরিকদের দায়িত্ব।

২২৫৬ নৈতিকতার পরিপন্থী হলে নাগরিকরা গণপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়, বরং বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী তা অমান্য করাই কর্তব্য। "মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে আমাদের বরং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত" *(শিষ্যচরিত ৫:২৯)।*

২২৫৭ প্রত্যেক সমাজের মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যেই মানুষ ও তার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে সুসমাচারের আলো ব্যতিরেকে সমাজগুলো সহজেই সর্বগ্রাসী রূপ নেয়।

পঞ্চম আজ্ঞা

"নরহত্যা করবে না।"

"তোমরা শুনেছ, প্রচীনকালের মানুষের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি নরহত্যা করবে না; আর যে নরহত্যা করে সে বিচারাধীন হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে।"

২২৫৮ "মানব জীবন পবিত্র কারণ আদি থেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে তা জড়িত এবং যিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তার এক বিশেষ সম্পর্ক চিরকালই থাকবে। জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ঈশ্বরই জীবনের মালিক: কেউ কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য একজন নিষ্পাপ মানুষকে সরাসরি ধ্বংস করার অধিকার দাবি করতে পারে না।"

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ২ সেপ্টেম্বর **ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র মৃত্যুবার্ষিকী** উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানের জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন ও আশার জীবন

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন (Assumption of the Blessed Virgin Mary) কাথলিক মণ্ডলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস ও উৎসব। আমাদের বিশ্বাস ও শিক্ষা অনুযায়ী, পৃথিবীতে তাঁর জীবন শেষ হওয়ার পর ঈশ্বর ধন্যা মারীয়াকে দেহ ও আত্মাসহ স্বর্গে মহিমায় উন্নীত করেন। এই বিশ্বাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের জন্য অনন্ত জীবনের গৌরব প্রস্তুত করে রেখেছেন। এবং তাঁর প্রিয়জন, বিশ্বস্ত, অনুগামী, ভক্তজন, ভালোবাসার মানুষ, যিশুর অনুগামী- প্রেমিকদের প্রথম সুযোগ প্রদান করে মারীয়ার গৌরবের মহিমা উপভোগ এবং আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। ঈশ্বর মারীয়াকে স্বগৌরবে মহিমান্নীত করেছেন, তেমনি মারীয়ার সন্তান, ভক্ত, প্রিয়জন, অনুসারী, মারীয়া প্রেমিকদেরও গৌরবান্বিত করেন ও আশীর্বাদিত করেন যুগ যুগ ধরে।

ধন্যা মারীয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। দেব-দূতের আহ্বানে তিনি বলেছিলেন, "দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্য অনুযায়ী আমার মধ্যে তা পূর্ণ হোক" *(লুক ১:৩৮)*। তাঁর এই বিশ্বাস, বিনয় ও আনুগত্য তাঁকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত করে।

ধন্যা মারীয়ার স্বর্গারোহণ আমাদের আশা, বিশ্বাস ও পবিত্র জীবনের আহ্বান জানায়। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলে মানুষও অনন্ত মহিমার অংশীদার হতে পারে। তিনি শুধু যিশুর জননী নন, সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের আধ্যাত্মিক জননী এবং বিশ্বাস, প্রেম ও সেবার আদর্শ। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট কাথলিক মণ্ডলী ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের মহাপর্ব অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত করে থাকে। এই বিশেষ দিনে খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা মা মারীয়ার মধ্যস্থতার যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন এবং যিশুর পথে চলা বা অনুসরণ করার অঙ্গীকার নবায়ন করেন।

আজ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব, আমাদের মহানন্দের ও গর্বের দিন। কারণ তিনি যে স্বর্গমর্তে সবার নন্দিতা রাণী, আমাদের প্রিয় ও সবার মা, প্রভুর মা, বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার জননী। ঈশ্বরের করুণায় আমরা হয়েছি তাঁরই সন্তান, পেয়েছি মা বলে ডাকবার সুযোগ। মারীয়া স্বর্গবাসী; তিনি আমাদেরও স্বর্গবাসী হতে সাহায্য করেন ও স্বর্গবাসী হওয়ার পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের মা। তিনি আমাদের মুক্তির সাহায্যকারিণী ও পথপ্রদর্শক। তিনি আমাদের স্বর্গে যাবার পথ দেখান এবং সাথে নিয়ে যান ও বিশেষ করে তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুকে অনুরোধ করেন, আমাদের পাপ ক্ষমা করে ও অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য সাহায্য করেন। আজ এই পর্ব বা বিশেষ দিনে মহানন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে মা মারীয়া কাছে আমাদের সর্বসত্তা নিবেদন করে তাঁর বন্দনা গান করি ও তাঁর আশীর্বাদ যাচনা করি।

প্রত্যাদেশ ১১:১৯, ১২: ১-৮ ও ১০ পদে আমরা দেখতে পাই যে, কুমারী মারীয়া ঈশ্বর জননী ও আমাদের মুক্তিদাতার মা এবং তিনি যিশুর প্রতি বিশ্বাসীদেরও মা এবং তাঁর বিশ্বাসী ভক্তদের স্বর্গবাসী হওয়ার সাহায্যকারিনী। সাধু লুক, তাঁর সুসমাচার ১:৩৯-৫৬ পদে বলেছেন যে, মারীয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহাদানে হয়ে উঠেছেন সকল নারীদের মধ্যে ধন্যা এবং তাঁর গর্ভে এসেছেন মানব মুক্তি দাতা, আমাদের প্রভু যিশু, মুক্তিদাতা, সর্বজাতির সৃষ্টিকর্তা ও পরিত্রাতা। 'মা-মারীয়া' সর্বদা মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন। আমরা বিপদগামী হলেও তিনি সর্বদা আমাদের সঠিক পদ দেখান ও সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে থাকেন। মা-মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করা, মিনতি জানানো, মনখুলে কথা বলার অধিকার তিনি আমাদের দিয়েছেন। এমন কি, তিনি নিজেই এসে দেখা দিয়ে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এবং সর্বজাতির মানুষকে বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। আজ আমরা মা-মরীয়ার মধ্যস্থতায় স্বপ্ন দেখি যে, কবে-কিভাবে স্বর্গবাসী হতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের কাছে কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি অনন্ত জীবনের আশা, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা এবং পবিত্র জীবনের অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই বিশেষ দিনে আমরা মা মারীয়া কাছে প্রার্থনা করি ও অন্তরের সবকথা খুলে বলে যেন আমরা স্বর্গে মা-মারীয়ার পাশে স্থান পেতে পারি। আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে তিনি যেন অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য সাহায্য করেন। আমরা আজ সানন্দে ও কৃতজ্ঞতচিত্তে মা মারীয়ার কাছে আমাদের সর্বসত্তা নিবেদন করে তাঁর বন্দনা-গান করি ও তাঁর আশীর্বাদ যাচনা করি। মারীয়ার গৌরবে আমরা অতি আনন্দিত। মারীয়া আমাদের সবার মা। তিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা ও পালন করেন। ৯

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!...

সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন, অভিভাবকবৃন্দ ও প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস হোস্টেলে থেকে অত্র স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

যেসব শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

যারা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে আগ্রহী, তারা বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন। (আসন সংখ্যা সীমিত) ০১৭০৩৭৬৮১৩২।

ধন্যবাদান্তে,

হোস্টেল কর্তৃপক্ষ

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস হোস্টেল

বিজ্ঞা/১৬২/২৬

মারীয়া হলেন খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের মা জননী

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

পবিত্র আত্মার সঙ্গে মারীয়া সব সময়েই জনগণের মাঝে উপস্থিত থাকেন। পবিত্র আত্মার *(প্রেরিত ১:১৪)* আগমনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় মারীয়া শিষ্যদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন এবং সেই কারণে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে প্রেরণ কর্মের মহান ও অভিনব প্রকাশ ঘটে যাওয়া সম্ভব ছিল। তিনি সেই মণ্ডলীর মাতা, যে বাণী প্রচার করে। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে কখনই খ্রিস্টাদর্শ নবঘোষণার ভাবার্থ বুঝা সম্ভব ছিল না। তাঁর জনগণের জন্যে যিশুর উপহার ক্রুশের উপরে যিশু যখন নিজ দেহে ঈশ্বরের দয়া এবং জগতের পাপ-এই দুইয়ের নাটকীয় সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা করলেন, তখন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পায়ের তলায় তিনি তাঁর মায়ের এবং বন্ধুর সান্ত্বনাদায়ী উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। যে কাজের ভার ঐশপিতা তাঁকে দিয়েছিলেন তা পুরোপুরি সম্পন্ন করার পূর্বমুহূর্তে যিশু মারীয়াকে বলেন, "মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে।" তারপর তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বললেন, "ওই দেখ, তোমার মা" *(যোহন ১৯: ২৬-২৭)*। মৃতপ্রায় যিশুর এই বাণীগুলো মায়ের প্রতি কেবল তাঁর ভক্তি এবং ভাবনার মামুলি বহিঃপ্রকাশই নয়, বরং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রহস্যাবৃত বিশেষ মুক্তিদায়ক দায়িত্বপালনের এক কার্যকরী পন্থা। যিশু তাঁর মাকে আমাদের মা রূপে দিয়ে গেলেন। এ কাজটি করার পরই কেবল যিশু বুঝতে পেরেছিলেন যে "সমস্তই সমাপ্ত হয়েছে" *(যোহন ১৯:২৮)*। ক্রুশের তলায়, নতুন সৃষ্টির সেই চরম মুহূর্তে, খ্রিস্ট আমাদেরকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে যান। তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট উপস্থিত করেন কারণ তিনি চাননি যেন আমরা একজন মা ছাড়া একা একা পথ চলি, এবং আমাদের জনগণ তাঁর এই মাতৃসুলভ প্রতিমূর্তিতেই মঙ্গলবার্তার সকল রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। নারীত্বে এই প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত না করে প্রভু মণ্ডলীকে ছাড়তে চাননি। মারীয়া, যিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে যিশুকে এ জগতে জন্ম দিয়েছেন, তিনি তাদেরও সহযাত্রী হন যারা "তাঁর সন্তান যারা পরমেশ্বরের সমস্ত আদেশ পালন করে থাকে, যারা যিশুর সাক্ষ্য বাণীর প্রতি আনুগত্যই দেখিয়ে থাকে" *(প্রত্যাদেশ ১২:১৭)*। স্টেলার ধন্য ইসহাক খুব সুন্দরভাবে মারীয়া, মণ্ডলী এবং বিশ্বাসী ভক্তদের প্রত্যেকে -তাঁর নিজ নিজ পন্থায় খ্রিস্টকে এ জগতে উপস্থিত করে বলে, "পবিত্র আত্মার প্রেরণজাত পবিত্র শাস্ত্রে কুমারী মারীয়া, অর্থাৎ মণ্ডলী সম্পর্কে যা সার্বজনীনভাবে বলা হয়েছে, তা এককভাবে কুমারী মারীয়া সম্পর্কেও বলা হয়েছে... বিশেষ এক অর্থে প্রত্যেক খ্রিস্টানই ঐশবাণীর বন্ধু, খ্রিস্টের মা, তার কন্যা এবং ভগ্নী, একই সঙ্গে কুমারী এবং ফলশালী... মারীয়ার গর্ভরূপ সন্ধি সিন্ধুকে খ্রিস্ট নয় মাস যাবৎ বাস করেছেন। তিনি মণ্ডলীর বিশ্বাসের সন্ধি সিন্ধুকে জগতের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করবেন। তিনি প্রত্যেক বিশ্বস্ত আত্মার জ্ঞানে ও ভালবাসায় চিরদিন বাস করবেন।" একটি গোয়াল ঘরকে মারীয়া যিশুর জন্যে এমন একটি আবাসগৃহে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন যেখানে ছিল শিশুকে জড়ানোর জন্যে কাপড়ের ফালি এবং অফুরন্ত ভালোবাসা। মারীয়া ছিলেন পিতার সেই সেবাদাসী যিনি তাঁর প্রশংসাগান গাইতেন। তিনি ছিলেন সেই রকম একজন শুভাকাঙ্ক্ষী যিনি সবসময় চিন্তিত থাকতেন যাতে আমাদের জীবনে পানীয়ের অভাব না পড়ে। তিনি হলেন সেই নারী যার হৃদয় খড়গের আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল এবং যিনি আমাদের সকল ব্যথা অনুভব করতে পারেন। সকলের মা হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায্যতার জন্যে কষ্টভোগী সকল মানুষের প্রত্যাশার চিহ্ন। তিনি হলেন সেই প্রেরণকর্মী যিনি আমাদেরকে কাছে টেনে নেন এবং সারাজীবন তার মাতৃসুলভ ভালোবাসার দ্বারা আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকেন। একজন সত্যিকারের মা হয়ে তিনি আমাদের সাথে পথ চলেন, আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণার সহভাগী হন এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখেন। তাঁর বিভিন্ন সম্মানসূচক নামের মধ্যে দিয়ে, যেগুলো তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত পুণ্য-মন্দিরগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট, মারীয়া সকল মানুষ যারা মঙ্গলবার্তা দ্বারা সিক্ত হয়েছে তাদের ইতিহাসের সহযোগী হয়েছে এবং তিনি তাদের ঐতিহাসিক পরিচয়ের একেকটি অংশ হয়ে থাকেন। অনেক খ্রিস্টান পিতামাতা চান যেন তাদের সন্তানদেরকে মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত কোন পুণ্যমন্দিরে দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়, যার মধ্য দিয়ে তারা মারীয়ার মাতৃত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন যা সবসময় ঈশ্বরের জন্যে নতুন নতুন সন্তানের জন্ম দেয়। এই পুণ্যমন্দিরগুলোতে আমরা দেখতে পারি কিভাবে মারীয়া তাঁর সন্তানদের একত্রিত করেন যারা অনেক কষ্ট সহ্য করে তীর্থযাত্রী হিসেবে এগুলোতে আসেন যাতে তারা মারীয়াকে দেখতে পারেন এবং মারীয়াও যেন-তাদের দেখতে পারেন। এখানে এসে তারা ঈশ্বরের সেই শক্তি অর্জন করেন যাতে তারা তাদের জীবনের ক্লান্তি এবং কষ্টকে বহন করতে পারেন। হোয়ান দিয়াগোর জন্যে তিনি যা করেছিলেন, সেভাবে মারীয়া তাদেরকে মায়ের সান্ত্বনা এবং ভালোবাসা দান করেন, এবং তাদের কর্ণকুহরে ফিসফিস করে বলেন, "তোমাদের অন্তর বিচলিত না হোক; আমি কি তোমাদের মা নই? আমি কি এখানে উপস্থিত নই?" নতুন খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের নক্ষত্র জীবনময় মঙ্গলবার্তার মা মারীয়াকে আমরা অনুনয় করি, মঙ্গলবার্তা ঘোষণার এই নতুন পর্বটি যেন সমগ্র মণ্ডলীতে গৃহীত হয়। মারীয়া হলেন ভক্ত বিশ্বাসী নারী, যিনি বিশ্বাসে স্থিতমূল এবং বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হন এবং "তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা মণ্ডলীর জন্যে একটি সার্বক্ষণিক সূত্র বিন্দু" সেবা এবং ফলশালী হওয়ার গন্তব্যে পৌঁছার যাত্রায় মারীয়া পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিজেকে পরিচালিত হতে দিলেন। আজ আমরা তাঁর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি এবং সকলের নিকট পরিত্রাণের বাণী ঘোষণা করতে এবং আরো নতুন নতুন শিষ্যদেরকে প্রেরণকর্মী হতে সক্ষম করে তুলতে তাঁর সহায়তা কামনা করি। মঙ্গলবার্তা ঘোষণার এই যাত্রায় আমাদের মধ্যেও সেই নীরবতা, অন্ধকার, এমনকি অবসাদও আসতে পারে। মারীয়া নিজেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন নাজারেথে যিশুর সেই বাল্যকালের বছরগুলোতে; "এভাবেই শুরু হয় মঙ্গলবার্তা, আনন্দের সেই সুখবর। তবে, এটাও দেখা কঠিন নয় যে সেই শুরুতে ছিল এক ধরনের হৃদয়ের স্থূলতা যা ছিল ক্রুশভক্ত সাধু যোহনের কথানুসারে বিশ্বাসের এক প্রকার অমানিশী, একটি পর্দার মতো যাকে বিদীর্ণ করে কাউকে সেই অদৃশ্য-শক্তির কাছে উপস্থিত হতে হয় এবং সেই রহস্যাবৃতের সাথে অন্তরঙ্গতার বসবাস করতে হয়। এভাবেই, মারীয়া বহু বছর ধরে তাঁর সন্তানের নিগূঢ় রহস্যের সাথে বসবাস করেছেন, এবং বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হয়েছেন। মণ্ডলীর মঙ্গলবার্তা প্রচার কাজে মারীয়া প্রদর্শিত একটি "পদ্ধতি" আছে। আমরা যখনই মারীয়ার দিকে তাকাই, তখনই আমরা পুনর্বার বিশ্বাস করি ভালোবাসা এবং কোমলতার সেই বৈপ্লবিক প্রকৃতিকে। তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, নম্রতা এবং কোমলতা দুর্বল মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তা সেই শক্তিমান মানুষের গুণাবলী যার কোন প্রয়োজন নেই নিজের গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করার। মারীয়াকে নিয়ে অনুধ্যান করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি যে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন তার কারণ "সিংহাসন থেকে রাজাদের তিনি নামিয়ে

দিয়েছেন” এবং “ধনীদের খালি হাতে বিদায় করেছেন” আবার সেই তিনিই ন্যায্যতার জন্যে আমাদের কর্মোদ্যমে নিয়ে এসেছেন ঘরোয়া উষ্ণতা। তিনিই আবার অতি যত্নের সাথে “মনে গেঁথে রাখলেন এবং সেই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন” ছোটবড় সকল ঘটনাতেই মারীয়া ঈশ্বরের আত্মার হস্তক্ষেপ বুঝতে পারতেন। এ জগতে, মানব-ইতিহাসে এবং আমাদের জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতায় ঈশ্বরের রহস্যময়তাকে তিনি সর্বদাই গভীরভাবে ধ্যান করতেন। তিনি ছিলেন নাজারেথের সেই ধ্যানমগ্ন এবং কর্মপটু নারী, এবং তিনিই আমাদের প্রত্যাশার সেই মহিয়সী জননী, যিনি অন্যদের সেবার জন্যে নিজেরে শহর থেকে “তাড়াতাড়ি” *(লুক ১:৩২)* বেরিয়ে পড়েন। ন্যায্যতা এবং কোমলতা, ধ্যানময়তা এবং পরার্থপর ভাবনা, এই অনন্য ক্রিয়াই মাণ্ডলিক সমাজকে মঙ্গলবার্তা প্রচারের আদর্শ হিসেবে মারীয়ার দিক দৃষ্টি ফেরাতে সহায়তা করে। আমরা তাঁর মাতৃসুলভ মধ্যস্থতা যাচনা করি যাতে মণ্ডলী অনেক মানুষের আবাসস্থল হতে পারে, সকল মানুষের জন্যে হতে পারে মা, এবং নতুন একটা পৃথিবীর আবির্ভাবের পথ উন্মুক্ত হতে পারে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট সেই শক্তি, যা আমাদেরকে আত্মবিশ্বাস এবং আবিচল প্রত্যাশায় পূর্ণ করে। দেয়, সেই শক্তি নিয়ে আমাদেরকে তিনি বলেন: “দেখ, আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরি করছি” *(প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২১:৫)*। এই প্রতিজ্ঞা পূরণের পথে আমরা মারীয়ার সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাই, এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাই; দৃঢ় বিশ্বাসে আমরা মারীয়ার সঙ্গে প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাই; স্নেহময়ী মা কুমারী মারীয়া, পবিত্র আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিনম্র বিশ্বাসের গভীরতায় তুমি জীবনবাণীকে স্বাগত জানিয়েছিলে; তুমি যেমন শাশ্বত প্রভুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেছিলে, আমাদের সাহায্য কর, তোমার ন্যায় আমরাও যেন ব্যক্তিগতভাবে সর্বযুগের চাহিদা অনুযায়ী যিশুর মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার জন্য জরুরি আহ্বানে “সাড়া” দিতে পারি। খ্রিস্টের নিত্যস্থায়ী উপস্থিতির দ্বারা সিক্ত হয়ে তুমি দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, মাতৃগর্ভে থেকেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। আনন্দে অভিভূত হয়ে তুমি ঈশ্বরের মহৎ কাজের গুণকীর্তন করেছিলে। ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে অবিচল বিশ্বাসে তুমি পুনরুত্থানের আনন্দে সান্ত্বনা পেয়েছিলে, শিষ্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তুমি পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় ছিলে- খ্রিস্টাদর্শ প্রচারক মণ্ডলীর আবির্ভাবের প্রত্যাশায়। পরিত্রাণজাত সেই নতুন উদ্দীপনা এখন আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোল, আমরা যেন মৃত্যুবিজয়ী জীবনময় মঙ্গলবার্তা সবার নিকট পৌঁছে দিতে পারি। নতুন পথের সন্ধান করার জন্য তুমি আমাদের পুণ্য পবিত্র সাহস ও শক্তি দান কর, প্রতিটি নরনারীর কাছেই যেন আমরা চিরনবীন সৌন্দর্যের উপহার পৌঁছে দিতে পারি। মা কুমারী, তুমি তো কান পেতে প্রভুর বাণী শুনতে ও ধ্যান করতে অভ্যস্ত ছিলে; তুমি স্নেহময়ী আদরিণী মা, চিরন্তন বিবাহ-উৎসবের নববধূ, মাতামণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি, তুমি তো তার আনিন্দ্যসুন্দর প্রতি রূপ, মিনতি জানাই, সে যেন শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত না থাকে, ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তার আগ্রহ উদ্দীপনা যেন স্তিমিত হয়ে না পড়ে। মঙ্গলবার্তা ঘোষণার নববসন্তের নক্ষত্র, মিলন, সেবা জ্বলন্ত ও উদার বিশ্বাস, ন্যায্যতা ও দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করতে তুমি আমাদের সাহায্য কর- মঙ্গলবার্তার আনন্দ যেন জগতের সকল প্রান্তে বিস্তার লাভ করতে পারে, বিশ্বের সকল অলিগলিকেও যেন আলোকিত করে তুলতে পারে। জীবনময় মঙ্গলবাণীর মা জননী মারীয়া, ঈশ্বরের জনগণের ক্ষুদ্রতমদের শান্তি সুখের উৎসধারা, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আমেন। আল্লেলুইয়া।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মঙ্গলবার্তার আনন্দ পোপ ফ্রান্সিসের ধর্মপ্রদেশ

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজি: নং : ৩৭৫/১৯৮২

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৬ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রি. রোজ শুক্রবার তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ জন সেক্রেটারী, ১ জন ম্যানেজার, ১ জন ট্রেজারার ও ৪ জন সদস্য পদে সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সভার কর্মসূচী

১। নাম ডাক ২। আসন গ্রহণ ৩। জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ৪। প্রারম্ভিক প্রার্থনা ও সমিতির মৃত সদস্য/ সদস্যাদের আত্মার স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন ৫। সভাপতির স্বাগত বক্তব্য ও সভার উদ্বোধন ৬। সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষণের জন্য সেক্রেটারী নিয়োগ ৭। ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ৮। সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ৯। ম্যানেজার কর্তৃক বার্ষিক আর্থিক হিসাব-নিকাশ রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১০। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট, ২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন ১১। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১২। ঋনদান পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১৩। বিবিধ / মুক্ত আলোচনা, ১৪। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ১৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ১৬। মধ্যাহ্ন ভোজ ১৭। লটারী ও সমাপ্তি।

ধন্যবাদান্তে,

আগষ্টিন বিজয় গমেজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আইরিন ডি.ক্রুজ
সেক্রেটারী
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৬১/২৬

ঈশ্বরের ভালোবাসায় আস্থা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

উত্তাল সাগরের ওপর দিয়ে যিশুর হেঁটে চলার ঘটনা আমাদের সামনে বিশ্বাসের এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে। যিশু যখন পিতরকে নৌকা থেকে বেরিয়ে পানির ওপর দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে বললেন, তখন তা ছিল অনেকটা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝড়ের জলে পা রাখার মতো। নিজের নিরাপত্তার সীমা অতিক্রম করে তাঁর ওপর আস্থা রাখার আহ্বান। যিশু পিতরকে বললেন, "চলে এসো" *(মথি ১৪:২৯)*। পিতর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পানির ওপর পা রাখলেন। ঢেউয়ের তীব্রতা ও ঝড়ের ভয় তাঁকে গ্রাস করল। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং ডুবে যেতে লাগলেন। তখন তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "প্রভু, আমাকে বাঁচান!" *(মথি ১৪:৩০)*। আমরাও অনেক সময় পিতরের মতো জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেদের অনিরাপদ মনে করি। তখন এমন নিশ্চয়তা খুঁজি, যা আমাদের ভয়কে পুরোপুরি দূর করে দেবে। বিশ্বাসের পথ আমাদের শেখায় সব নিশ্চয়তা হাতে পাওয়ার পর নয়, বরং অনিশ্চয়তার মধ্যেই আস্থা রাখতে হয়।

আমরা চাই আমাদের বিশ্বাস যেন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিংবা এমন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটত, যা বিশ্বাসকে অকাট্যভাবে দৃঢ় করে দিত। অথচ বিশ্বাসের মূল উদ্দেশ্য প্রমাণ খোঁজা নয়; বরং আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কে নিয়ে আসা। তাঁর অস্তিত্বের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আমরা খুঁজি, কিন্তু বিশ্বাসের পথ তেমন নয়। ঈশ্বরের ভালোবাসার চিহ্ন আমরা দেখতে পাই সৃষ্টি, জীবন, মানুষের মমতা, ক্ষমা, করুণা ও ভালোবাসার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বিশ্বাস অন্ধভাবে কিছু মেনে নেওয়া নয়; বরং ভালোবাসার সত্যতাকে হৃদয়ে ধারণ করে তার ওপর জীবন গড়ে তোলা।

বাস্তবতা হলো, বিশ্বাসই এমন একটি মৌলিক মানসিকতা, যার ওপর যেকোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে একটি দম্পতির ভালোবাসার সম্পর্কের কথা বলা যায়। কোনো সঙ্গীই তাঁর অপর সঙ্গীর ভালোবাসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেন না। থাকে কেবল কিছু লক্ষণ– একটু হাসি, কিছু কথা, একটু আদর, খোঁজ নেওয়া, ফোন করা কিংবা প্রয়োজনের সময়ে পাশে এসে দাঁড়ানো। এসবই ভালোবাসার সত্যতার সাক্ষ্য। কিন্তু কখনোই অকাট্য প্রমাণ নয়। তাই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকেই বিশ্বাস করতে হয়, একে অপরের ওপর আস্থা রাখতে হয়। এই আস্থাই ভালোবাসাকে গভীর করে এবং সম্পর্ককে সত্যিকার অর্থে দৃঢ় ও অর্থবহ করে তোলে।

জীবন সমুদ্রে নিজের নৌকা ভাসিয়ে দিলে ঢেউয়ের ধাক্কা খেতেই হবে। মাঝে মধ্যে ঝড়ের মুখেও পড়তে হবে। শান্ত জল যেমন জীবনের একমাত্র সত্য নয়। তেমনি প্রতিটি পথও মসৃণ নয়। সংসারে অর্থসংকট, কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া। কিংবা প্রিয় কাউকে হারানোর বেদনা এসবই জীবনের উত্তাল ঢেউ। পিতরের মতো তখন বাতাসের জোর দেখে বুক কেঁপে ওঠা মানুষের সংখ্যাও কম নয়। কেউ চাকরি হারিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কেউ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। কেউ সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে নিজেকে একা মনে করেন। আবার কেউ অনেক চেষ্টা করেও সাফল্যের দেখা না পেয়ে বিশ্বাসে সংশয় অনুভব করেন। ঝড়ের মুহূর্তে মনে হয়, নৌকাটি বুঝি আর টিকবে না। কিন্তু জীবন আমাদের শেখায় ঝড় মানেই যাত্রার শেষ নয়। ঢেউ আসবে, নৌকা দুলবে, কখনো ভয়ও জাগবে; তবু হাল ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা থেমে যায়। তাই প্রয়োজন ভয়কে অস্বীকার করা নয়, বরং ভয়কে সঙ্গে নিয়েই সামনে এগিয়ে চলা। বিশ্বাস তখন আমাদের বলে ঝড় যত প্রবলই হোক, নৌকার হাল শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। এবং আস্থা রাখতে হবে, এই উত্তাল জলও একদিন শান্ত হবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে সাগর আমাদের জীবনের ভয়, সংশয় ও সংকটের প্রতীক। প্রার্থনার পরও যখন সমস্যার সমাধান আসে না। তখন ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পিতরের মতো আমরা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ভয় পেতে পারি। কিন্তু দৃষ্টি যদি যিশুর দিকে থাকে, ঝড়ের মধ্যেও পথ খুঁজে পাওয়া যায়। নতুন চাকরি বা পরীক্ষার ফলের নিশ্চয়তা না থাকলেও যেমন মানুষ আস্থা রেখে এগিয়ে যায়। বিশ্বাসও তেমনি সব নিশ্চয়তা হাতে পাওয়ার পর নয়, বরং অনিশ্চয়তার মধ্যেই ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে এক পা এগিয়ে যাওয়া। পিতর যখন ডুবে যেতে লাগলেন, "তখনই যীশু তাঁকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। বললেন, এত অল্প তোমার বিশ্বাস! কেনই বা সন্দেহ করলে তুমি?" *(মথি ১৪:৩১)*। শুধু পিতরের জন্য নয়, আমাদের জন্যও এক গভীর প্রশ্ন। জীবনের ঝড়ে আমরা কতবার ঈশ্বরের উপস্থিতির চেয়ে সমস্যার বিশালতাকে বড় করে দেখি! কতবার ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর হাতের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিই! এরপর যিশু যখন নৌকায় উঠলেন, বাতাস থেমে গেল। আর শিষ্যরা তাঁকে প্রণাম করে বললেন "হ্যাঁ, সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র!" *(মথি ১৪:৩৩)*। এই স্বীকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ঝড়ের মধ্য দিয়ে চলার অভিজ্ঞতাও কখনো কখনো আমাদের বিশ্বাসকে আরও গভীর করে।

যিশুর আহ্বান কেবল পানির ওপর পা রাখার আহ্বান নয়; এটি ভয়কে অতিক্রম করে তাঁর ভালোবাসার ওপর ভরসা রাখার আহ্বান। জীবন যখন উত্তাল সাগরের মতো হয়ে ওঠে, তখন যিশুর সেই আশ্বাস যেন আমাদের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় "ভয় পেয়ো না, এ তো আমিই!" *(যোহন ৬:২০)*। বিশ্বাস ঝড় থামার নিশ্চয়তা দেয় না; বরং সাহস দেয় ঝড়ের মধ্যেও আমরা একা নই, তাঁর ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে আছে। বিশ্বাসের গভীরতম সত্য হয়তো এখানেই। সবকিছু বুঝে ওঠার পর নয়, বরং প্রমাণের সীমা অতিক্রম করে অদেখার ওপর আস্থা রাখা। পিতরের মতো আমরাও ভয় ও দ্বিধায় ডুবে যেতে পারি। কিন্তু তখন যিশুর দিকে তাকিয়ে মনে রাখতে হবে বিশ্বাস মানে ঝড় থামার অপেক্ষা নয়, ঝড়ের মধ্যেও তাঁর হাত শক্ত করে ধরে রাখা। তাই জীবনের প্রতিটি ঝড়ের মুহূর্তে আমাদের প্রার্থনা হোক প্রভু, ঢেউয়ের দিকে নয়, যেন তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকতে পারি। কারণ বিশ্বাস সব প্রশ্নের উত্তর হাতে তুলে দেয় না; কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও পথ চলার সাহস দেয়। আর সেই সাহসের গভীরে থাকে একটিই আস্থা; ঈশ্বরের ভালোবাসা কখনো আমাদের ছেড়ে যায় না।

তথ্যসূত্র

- *বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীষ্টিয়াঁ মিংগো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।*
- *মিংগো খ্রীষ্টিয়াঁ এস. জে.: আমার মধ্যেই থেকো, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।*

(১০ পৃষ্ঠার পর)

যে প্রভু সময় ও স্থানের সীমানায় আবদ্ধ নন। পবিত্রকরণের এই মুহূর্তে, সমস্ত সমবেত জনতাকে কালভারী পাহাড়ের পাদদেশে, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সেই আদি মুহূর্তে নিয়ে যাওয়া হয়।"

কেউ কি তা কল্পনা করতে পারে? আমাদের চোখ তা দেখতে পায় না, কিন্তু আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত থাকি ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করছে। আর তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন শুধু তাদের জন্য নয় যারা তাঁকে হত্যা করেছে, বরং আমাদের প্রত্যেকের পাপের জন্য: "পিতা, ওদের ক্ষমা করো, কারণ ওরা কী করছে তা ওরা জানে না।" সেই দিনের পর থেকে দুনিয়া আমাকে পাগল ভাবল কি না তাতে আমার কিছু আসে যায় না, তবে আমি সবাইকে অনুরোধ করি আপনারা হাঁটু গেড়ে আপনাদের হৃদয় ও অনুভূতি দিয়ে প্রভুর দেওয়া এই যে পরম অনুগ্রহ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন তা যাপন করার চেষ্টা করুন। (চলবে)

দর্শন দানের মাধ্যমে ক্যাটালিনা রিভাস এর কাছে পবিত্র খ্রিস্টযাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সিস্টার রুমা গমেজ

উৎসর্গীকরণ পর্ব

কিছুক্ষণ পর উৎসর্গীকরণের মুহূর্তটি এলো এবং ধন্যা কুমারী মারীয়া বললেন: "ঠিক এভাবে প্রার্থনা করো: (আমি তাঁর পরে পরে পুনরাবৃত্তি করলাম) 'হে প্রভু, আমি যা কিছু, আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা কিছু করতে পারি তার সবই আপনার চরণে উৎসর্গ করছি। আমার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে আপনার ইচ্ছেমতো গড়ে তুলুন, প্রভু। হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার যোগ্যতার গুণে আমাকে রূপান্তরিত করুন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আমার পরিবারের জন্য, আমার হিতৈষীদের জন্য, আমাদের ধর্মপ্রচারক দলের প্রতিটি সদস্যের জন্য, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদেরও জন্য এবং যারা আমার এই দীন প্রার্থনার ওপর ভরসা রেখেছে তাদের জন্য। তাদের পথ চলা যেন সহজ হয়, সেজন্য তাদের চরণে নিজের হৃদয়কে মাটির মতো বিছিয়ে দিতে আমাকে শেখান।' সাধু-সন্তরা এভাবেই প্রার্থনা করতেন; আমি চাই তোমরাও যেন ঠিক এভাবেই তা করো।" হ্যাঁ, যিশু এভাবেই আমাদের প্রার্থনা করতে বলেন আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে অন্যের চরণে মাটির মতো নরম করে বিছিয়ে দিই, যাতে তারা জীবনের কঠোরতা অনুভব না করে, বরং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের বেদনা যেন লাঘব হয়।

হঠাৎ করেই কিছু অলৌকিক চরিত্র, যাদের আমি আগে কখনো দেখিনি, উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। মনে হলো ক্যাথিড্রালে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের পাশ থেকে আরও একজন করে ব্যক্তি বের হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে পুরো ক্যাথিড্রালটি সুন্দর ও দীপ্তিময় তরুণ-তরুণীতে ভরে গেল। তারা অত্যন্ত শুভ্র আলখাল্লা পরিহিত ছিলেন এবং মাঝখানের পথ দিয়ে বেদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের মাতা মারীয়া বললেন: "লক্ষ্য করো। এরা হলেন এখানে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের রক্ষক দূত। এটিই সেই মুহূর্ত যখন তোমার রক্ষক দূত তোমার সমস্ত উৎসর্গ ও প্রার্থনা প্রভুর বেদীর সামনে নিয়ে যান।"

সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেলাম, কারণ এই স্বর্গীয় দূতদের মুখমণ্ডল এত সুন্দর ও জ্যোতির্ময় ছিল যা কল্পনাও করা যায় না। তাদের অবয়ব ছিল অত্যন্ত কোমল, প্রায় নারীসুলভ; তবে তাদের শারীরিক গঠন, হাত এবং উচ্চতা ছিল পুরুষালী। তাদের অনাবৃত পা মাটির মেঝে স্পর্শ করছিল না, বরং তারা যেন শূন্যে ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই শোভাযাত্রাটি ছিল অপূর্ব সুন্দর। তাদের মধ্যে কয়েকজন সোনার পাত্রের মতো কিছু একটা হাতে করে বহন করছিলেন, যার ভেতর থেকে এক তীব্র সোনালী-শুভ্র আলো ঠিক্‌রে বের হচ্ছিল। ধন্যা কুমারী মারীয়া বললেন: "এরা হলেন সেইসব মানুষের রক্ষক দূত, যারা এই পবিত্র খ্রিস্টযাগকে বিভিন্ন অভিপ্রায়ের জন্য উৎসর্গ করছেন এবং যারা এই উদ্‌যাপনের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রভুকে উৎসর্গ করার মতো কিছু একটা তাদের কাছে রয়েছে। এই মুহূর্তে নিজেদের উৎসর্গ করো; তোমাদের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, আশা, বিষাদ, আনন্দ এবং আকুল প্রার্থনা প্রভুর চরণে সমর্পণ করো। মনে রেখো, পবিত্র খ্রিস্টযাগের মূল্য অসীম। তাই উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে এবং চাওয়ার ক্ষেত্রে উদার হও।"

প্রথম সারির স্বর্গদূতদের পেছনে এমন কিছু দূত আসছিলেন যাদের হাত ছিল সম্পূর্ণ খালি; তারা শূন্য হাতে আসছিলেন। কুমারী মারীয়া বললেন: "এরা হলেন সেইসব মানুষের রক্ষক দূত, যারা এখানে উপস্থিত থাকলেও কখনো কিছুই উৎসর্গ করে না। খ্রিস্টযাগের প্রতিটি উপাসনামূলক মুহূর্তকে অন্তরে ধারণ করার কোনো আগ্রহই তাদের নেই, এবং প্রভুর বেদীর সামনে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো আত্মিক উপহারও তাদের কাছে নেই।"

শোভাযাত্রার একেবারে শেষে কিছু রক্ষকদূত আসছিলেন যাদের বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তারা হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাকলেও তাদের চোখ ছিল নিচের দিকে নামানো। "এরা হলেন সেইসব মানুষের রক্ষক দূত, যারা এখানে উপস্থিত আছে ঠিকই কিন্তু মন থেকে থাকতে চায়নি; অর্থাৎ যাদের জোর করে আনা হয়েছে কিংবা যারা কেবল সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে এসেছে, কিন্তু পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশ নেওয়ার কোনো আন্তরিক ইচ্ছা যাদের নেই। এই দূতরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বেদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কারণ তাদের নিজেদের প্রার্থনা ছাড়া প্রভুর চরণে উৎসর্গ করার মতো আর কিছুই তাদের কাছে নেই।"

মারীয়া বলেন, "তোমাদের রক্ষক দূতদের দুঃখ দিও না। তোমরা অনেক কিছু চাও -পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করো, বিশ্বের শান্তির জন্য, তোমাদের পরিবারের জন্য, প্রতিবেশীদের জন্য এবং যারা তোমাদের কাছে প্রার্থনা চেয়েছে তাদের জন্য চাও। চাও, মন খুলে সবার জন্য চাও।"

"মনে রেখো, যে উৎসর্গটি প্রভুকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়, তা হলো যখন তোমরা নিজেদেরকে একটি হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করো যাতে যিশু যখন নেমে আসবেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব যোগ্যতার গুণে তোমাদের রূপান্তরিত করতে পারেন। তোমাদের নিজেদের থেকে পিতা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার মতো কী-ই বা আছে? তোমাদের আছে কেবল শূন্যতা আর পাপ। কিন্তু যিশুর যোগ্যতার সাথে যুক্ত হয়ে নিজের এই আত্মোৎসর্গ পিতা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত প্রীতিজনক।"

স্বর্গীয় রক্ষক দূতদের সেই দৃশ্য ও শোভাযাত্রা এতই স্বর্গীয় ছিল যে অন্য কিছুর সাথে এর তুলনা করা অসম্ভব। সেই সমস্ত স্বর্গীয় সৃষ্টি স্বর্গদূতেরা বেদীর সামনে নতজানু হচ্ছিল, কেউ কেউ তাদের উপহার বেদীতে রাখছিল, আবার কেউ কেউ এমনভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছিল যে তাদের কপাল প্রায় যেন মাটি স্পর্শ করছিল। আর বেদীর কাছে পৌঁছানো মাত্রই তারা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছিল।

পবিত্রকরণ পর্ব

যখন উপাসনার মূল ভূমিকা বা প্রাক-ভাষণের শেষ মুহূর্তটি এলো এবং সমবেত জনতা একসঙ্গে গেয়ে উঠল: "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র" অর্থাৎ (পূণ্য, পূণ্য, পূণ্য, প্রভু) তখন হঠাৎ যাজকদের পেছনের সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। আর্চবিশপের বাম পাশে কোণাকুণি লাইনে হাজার হাজার স্বর্গদূতগণ আবির্ভূত হলেন ছোট দূত, বড় দূত, বিশাল ডানাবিশিষ্ট দূত, ছোট ডানার দূত এবং ডানাহীন দূত। আগের দূতদের মতোই তারা সবাই যাজক কিংবা বেদী-সেবকদের মতো শুভ্র আলখাল্লা পরিহিত ছিলেন। প্রত্যেকে হাতজোড় করে হাঁটু দিলেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মাথা নত করলেন। এক অপূর্ব সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল, যেন অনেকগুলো গায়কদল বিভিন্ন কণ্ঠে সমবেত জনতার সাথে সুর মিলিয়ে একসাথে গাইছে: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র... (পূণ্য, পূণ্য, পূণ্য, প্রভু)

এবার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনার মুহূর্ত অর্থাৎ পবিত্রকরণের মুহূর্তটি সমাগত হলো। আর্চবিশপের ডান পাশে কোণাকুণি লাইনে আরও এক বিশাল জনসমষ্টি দেখা গেল। তাঁরাও একই ধরণের পোশাক পরিহিত ছিলেন, তবে সেগুলোর রঙ ছিল অত্যন্ত মৃদু ও কোমল যেমন গোলাপি, সবুজ, হালকা নীল, বেগুনি ও হলুদ। তাঁদের মুখমণ্ডলও ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আনন্দে উদ্বেলিত। তাঁদের সবাইকে যেন সমবয়সী মনে হচ্ছিল।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল (আমি বলতে পারব না কীভাবে) যে তাঁরা বিভিন্ন বয়সের মানুষ ছিলো না, কিন্তু তাঁদের মুখমণ্ডল দেখতে একই রকম লাগছিল কোনো বলিরেখা ছাড়া, পরম সুখী। "পূণ্য, পূণ্য, পূণ্য, প্রভু)..." গানটি বাজার সাথে সাথে তাঁরাও সবাই হাঁটু দিলেন।

আমাদের মাতা মারীয়া বললেন: "এঁরা হলেন স্বর্গের সমস্ত সাধু-সন্ত ও ধন্য ব্যক্তিবর্গ, এবং তাঁদের মধ্যে তোমার সেইসব আত্মীয়দের আত্মাও রয়েছে যারা ইতোমধ্যেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করছেন।" এরপর আমি ধন্যা কুমারীকে দেখতে পেলাম ঠিক আর্চবিশপের ডান পাশে, পৌরহিত্যকারী যাজকের একদম পেছনে। তিনি মাটি থেকে সামান্য উপরে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় হাঁটু গেড়ে ছিলেন; তাঁর নিচে ছিল এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ অথচ জ্যোতির্ময় কাপড়ের আস্তরণ, যা স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মতো লাগছিল। ধন্যা কুমারী হাতজোড় করে অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সাথে পৌরহিত্যকারী যাজকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই আমার সাথে কথা বললেন কোনো রকম শব্দ ছাড়া, সরাসরি আমার হৃদয়ে, আমার দিকে না তাকিয়েই: 'আর্চবিশপ-এর ঠিক পেছনে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুমি অবাক হচ্ছ, তাই না? এটিই নিয়ম... আমার পুত্র আমাকে যে গভীর ভালোবাসাই দিয়ে থাকুন না কেন, তিনি আমাকে সেই মর্যাদা দেননি যা তিনি যাজকদের দিয়েছেন যাতে তারা তাদের যাজকীয় হাত দিয়ে প্রতিদিন এই অলৌকিক ঘটনাটি (রুটি ও দ্রাক্ষারসকে যিশুর শরীরে ও রক্তে রূপান্তর) ঘটাতে পারেন। এই কারণে, যাজকবৃন্দের প্রতি এবং ঈশ্বর তাঁদের মাধ্যমে যে অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন, তার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করি, যা আমাকে এখানে তাঁদের পেছনে জানুপাত করতে বাধ্য করে।"

হায় ঈশ্বর! যাজকদের আত্মায় প্রভু কত বড় মর্যাদা এবং কত বড় অনুকম্পা বর্ষণ করেন, অথচ আমরা কিংবা হয়তো খোদ যাজকদের অনেকেই এই বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন নয়।

বেদীর সামনে ধূসর রঙের কিছু মানুষের ছায়ার মতো দেখা গেল, যারা হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। ধন্যা কুমারী বললেন: "এরা হলো শূচগ্নিস্থানের (মধ্যস্থানের) সেইসব পুণ্যবান আত্মা, যারা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য তোমাদের প্রার্থনার অপেক্ষায় আছে। তাদের জন্য প্রার্থনা করা কখনো বন্ধ করো না। তারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে, কিন্তু তারা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে না। তোমাকেই তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, যেন তারা এই স্থান থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে পারে এবং অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে থাকার আনন্দ উপভোগ করতে পারে।"

"এখন তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ; আমি এখানে পুরোটা সময় উপস্থিত থাকি। মানুষ দূর-দূরান্তে তীর্থযাত্রায় যায়, যেখানে যেখানে আমি দেখা দিয়েছি সেসব জায়গা খোঁজে। সেখানে যে অনুগ্রহ তারা লাভ করে তার জন্য এটা ভালো। কিন্তু কোনো দর্শনে বা অন্য কোনো স্থানে আমি ততটা উপস্থিত থাকি না, যতটা এই পবিত্র খ্রিস্টযাগের সময় থাকি। যেখানেই খ্রিস্টযাগ বা ইউকারিস্টিয়া উদ্‌যাপন করা হয়, তুমি সবসময় আমাকে সেই বেদীর পাদদেশেই পাবে; তাবেরনাকল (পবিত্র নিয়ম সিন্দুক)-এর পাদদেশে আমি সর্বদা স্বর্গদূতদের সাথে অবস্থান করি, কারণ আমি সবসময় যিশুর সাথেই থাকি।"

"পূণ্য, পূণ্য, পূণ্য ... " শব্দের সেই মুহূর্তে মাতার সেই স্বর্গীয় মুখমণ্ডল দেখা এবং সেই জ্যোতির্ময় চেহারার স্বর্গদূতদের হাতজোড় করে অবিরত ঘটে চলা এই অলৌকিক ঘটনার অত্যাশ্চর্য দৃশ্যটি দেখার অর্থ ছিল স্বয়ং স্বর্গে উপস্থিত থাকা। আর ভাবুন, এমন এক পবিত্র মুহূর্তেও কিছু মানুষ গল্পগুজব করে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে! বলতে কষ্ট হয়, অনেক পুরুষ (নারীদের চেয়ে বেশি) হাত গুটিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, যেন তারা ঈশ্বরের সমকক্ষ এবং একে অপরকে সৌজন্য দেখাচ্ছে!

কুমারী মারীয়া বললেন: "সব মানুষকে বলো একজন পুরুষ তখনই সবচেয়ে বেশি পুরুষোচিত হয়ে ওঠে, যখন সে ঈশ্বরের সামনে হাঁটু দিয়ে মাথা নত করে।"

প্রতিষ্ঠার বাণী উচ্চারণ

পৌরহিত্যকারী যাজক এবার পবিত্রকরণের (প্রতিষ্ঠার) বাণী উচ্চারণ করলেন (এই আমার দেহ...)। তিনি একজন সাধারণ উচ্চতার মানুষ ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি যেন অবয়বে বড় হতে লাগলেন এবং এক অলৌকিক সাদা ও সোনালী আলোয় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। সেই আলো তাঁর মুখের চারপাশে এত তীব্র ছিল যে আমি তাঁর আসল চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি যখন উৎসর্গীকৃত রুটি বা হোস্ট উপরে তুললেন, আমি তাঁর হাত দুটি দেখতে পেলাম আর তাঁর হাতের উল্টো পিঠে কিছু ক্ষতচিহ্ন ছিল যেখান থেকে তীব্র আলো নির্গত হচ্ছিল। তিনি স্বয়ং যিশু ছিলেন! তিনি নিজেই যাজকের শরীরকে আবৃত করে রেখেছিলেন, যেন পরম ভালোবাসায় আর্চবিশপের হাত দুটিকে জড়িয়ে ধরে আছেন। সেই মুহূর্তে হোস্টটি আকারে অনেক বড় হয়ে উঠল এবং তার ওপর যিশুর সেই অপূর্ব করুণাময় মুখমণ্ডল ভেসে উঠল, যা তাঁর ভক্তদের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্বভাব সুলভ ভাবেই আমি মাথা নিচু করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের মাতা মারীয়া বললেন: "মাথা নিচু করো না। চোখ তুলে ওপরে তাকাও এবং তাঁকে দর্শন করো। তোমার দৃষ্টির সাথে তাঁর দৃষ্টি মেলাও এবং ফাতিমার সেই প্রার্থনাটি পুনরাবৃত্তি করো: 'হে আমার প্রভু, আমি বিশ্বাস করি, আমি আরাধনা করি, আমি ভরসা রাখি এবং আপনাকে ভালোবাসি। যারা বিশ্বাস করে না, আরাধনা করে না, ভরসা রাখে না এবং আপনাকে ভালোবাসে না তাদের জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ক্ষমা ও দয়া করুন...।' এখন তাঁকে বলো তুমি তাঁকে কতটা ভালোবাসো এবং রাজাধিরাজ প্রভুর প্রতি তোমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করো।"

আমি তাঁকে আমার মনের কথা বললাম, আর আমার মনে হলো সেই বিশাল কম্যুনিয়ন (হোস্ট) থেকে তিনি যেন কেবল আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম তিনি এভাবেই প্রতিটি মানুষের দিকে পরম ভালোবাসায় তাকান। এরপর আমি আমার কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম, যেমনটা স্বর্গের সমস্ত দূত এবং সাধু-সন্তরা করছিলেন। এক মুহূর্তের জন্য আমি ভাবলাম কীভাবে যিশু একই সাথে যাজকের শরীর ধারণ করেছেন আবার হোস্টের ভেতরেও বিরাজ করছেন! যাজক যখন হোস্টটি নিচে নামালেন, এটি আবার স্বাভাবিক আকারে ফিরে এলো। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল; আমি আমার বিস্ময় ধরে রাখতে পারছিলাম না।

এর পরপরই আর্চবিশপ দ্রাক্ষারস পবিত্রকরণের বাণী উচ্চারণ করলেন (এই আমার রক্ত...)। বাণীটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে চারপাশের পটভূমিতে যেন স্বর্গীয় বিদ্যুৎ চমকে উঠল। গির্জার দেয়াল ও ছাদ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিক ছিল অন্ধকার, কেবল বেদী থেকে সেই উজ্জ্বল আলোটি আসছিল।

হঠাৎ শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় আমি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখতে পেলাম মাথা থেকে বুকের নিচের অংশ পর্যন্ত। ক্রুশের আড়াআড়ি কাঠটি দুটি বিশাল ও শক্তিশালী হাত ধরে রেখেছিল। এই দীপ্তিময় আলোর ভেতর থেকে একটি ছোট আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ছোট একটি ঘুঘুর মতো (পবিত্র আত্মার প্রতীক) বের হয়ে এলো এবং দ্রুত পুরো গির্জা জুড়ে উড়ে বেড়াল। সেটি এসে আর্চবিশপের বাম কাঁধে বসল, যাকে তখনও যিশুর মতোই দেখাচ্ছিল; কারণ আমি তাঁর লম্বা চুল, উজ্জ্বল ক্ষতচিহ্ন এবং বিশাল শরীর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ওপরে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মাথাটি তাঁর ডান কাঁধের ওপর হেলে পড়েছিল। আমি তাঁর ক্ষতবিক্ষত মুখ, রক্তাক্ত হাত ও ছিন্নভিন্ন মাংস দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁর বুকের ডান পাশে একটি গভীর ক্ষত ছিল এবং সেখান থেকে বাম দিকে রক্ত এবং ডান দিকে জলের মতো কিছু একটা তীব্র বেগে গড়িয়ে পড়ছিল, যা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেগুলো আলোর ফোয়ারার মতো বিশ্বাসীদের দিকে ডান ও বাম পাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। পানপাত্র বা চ্যালিস-এর দিকে যে পরিমাণ তীর বেগে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, ত দেখে আমি বিস্মিত হলাম। আমি ভাবলাম এটি হয়তো উপচে পড়ে পুরো বেদীটিকে রক্তাক্ত করে দেবে, কিন্ত একটি ফোঁটাও বাইরে পড়ল না।

সেই মুহূর্তে কুমারী মারীয়া বললেন: "এটিই হলো অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক। আমি তোমাকে আগেই বলেছি

(বাকি অংশ ০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

ডাক্তার বাড়ির ভূত

ড. ইসিদোর গমেজ

ভূত সংক্রান্ত বহু গল্প কাহিনী আছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও অনেক বই লেখা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় এবং সিনেমা ও সিরিয়াল ফিল্ম তৈরী হচ্ছে ভূত প্রেত ডাইনী শাকচুন্নীর চরিত্র সাজিয়ে। বিশেষ করে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য। আধুনিক বিজ্ঞান মতে ভূত বলে কিছু নেই। বিশেষ করে, ডাক্তারি শাস্ত্র মতে ভূতে বা জীনে ধরাকে এক ধরনের মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা বলে চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে ভূত বা মন্দ আত্মার উল্লেখ আছে। যিশু খ্রিস্ট নিজে ভূতগ্রস্ত মানুষের ভূত ছাড়িয়ে তাকে সুস্থ করেছেন। *(অপদূতদের ওপর যীশুর আধিপত্য, মথি ৮: ৩৪; মার্ক ৫: ১-২০; লুক ৮: ২৬-৩৯)*। এছাড়া অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ ও বিশ্বাসে জীন, পরী ও মন্দ আত্মার উল্লেখ রয়েছে। আপনারা ভূতে বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, আজ আমি একটা ভূতের কাহিনী শোনাবো। যে ঘটনা আমাদের এলাকায় খ্রিস্টান, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই ভূতের কার্যক্রম চলেছিল দুই বছরের অধিক সময় ধরে। এটি হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৯৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও, আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়িতে এবং পিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে অন্যদের চেয়ে আমাদের মায়ের কাছ থেকে ভূতের ভৌতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেশি জেনেছি। বাবা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং স্কুলের শিক্ষকতার পাশাপাশি চার্চের উপাসনা কাজে ফাদারদের একান্ত সহযোগী। ফলে তিনি সেই ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী হলেও মনে প্রাণে ভূতে বিশ্বাস করতেন না। যেহেতু ঘটনা সত্য ছিল, তাই তার কাছে জানতে চাইলে তিনি চুপ করে থাকতেন।

এই ভৌতিক কর্মকাণ্ডের ঘটনাস্থল ছিল আমাদেরই আঠারগ্রামের তুইতাল মিশনের নতুন তুইতাল গ্রামের আলম ডাক্তারের বাড়ি। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীন। বাড়িটি ছিল উঁচু কৃত্রিম টিবির উপর স্থাপিত। ঐ বাড়িতে মাত্র দু'টি শরিক ছিল। ছোট খাট একটি বিল বা চক ঘেঁষে, নাম ছিল গহনের চক। আলম ডাক্তারের বড় হালটি ছিল, কৃষি কাজের জন্য ও নিজেদের দুগ্ধ চাহিদা পূরনের জন্য তাদের বেশ কয়েকটি ষাঁড় ও গাভী ছিল।

আলম ডাক্তারের স্ত্রী ছিলেন আমার বাবার একমাত্র বড় বোন। আমার পিশে মশাই আলম ডাক্তার গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সেকালে আমাদের গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, কোন রেডিও টেলিভিশনও ছিল না। রাতের আধারে আলোর ব্যবস্থা ছিল হ্যারিকেন ও কুপি বাতি। প্রার্থনা ও অলটারে আরতি দেয়ার জন্য থাকতো মোমবাতি। ক্ষেত খামার, ঘর সংসারের কাজ শেষে মানুষ বিনোদনের জন্য পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে গল্প-গুজব করত। ধুমপায়ীরা (অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্করা) হুকায় তামাকের ধোঁয়া সেবন করতেন। খ্রিস্টান মহলে অনেক বয়স্ক-বৃদ্ধা মহিলারাও হুকা টানায় অভ্যস্ত ছিলেন। আমার বাবা প্রায়ই তার দাদা বাবুর বাড়িতে যেতেন পড়ন্ত বেলায়। সেখানে নানারকম পারিবারিক কথাবার্তা হতো। আমাদের বাড়ি ও পিশিমার বাড়ির দূরত্ব সরল রেখায় এক কিলোমিটার, আগেই বলেছি গহনের চকের কথা, বিল/চকের দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের বাড়ি, আর সোজা উত্তর সীমানায় ডাক্তার বাড়ি। বর্ষাকালে ডিঙ্গী বা কোষা নৌকায় যাতায়াত করতাম। আমার ৭/৮ বছর বয়স থেকেই বাবা মাঝে মাঝে আমাকেও নৌকায় বসিয়ে সাথে করে নিয়ে যেতেন ডাক্তার বাড়িতে।

এবার সেই বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ও প্রস্থান সম্পর্কে বলি। ডাক্তার বাড়িতে পাশাপাশি দুই পরিবারের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল। পিশিমার মেজো মেয়ের বয়স তখন ১৪/১৫, পাশের পরিবারের মেয়েটিও প্রায় সমবয়সী। প্রথমে ভূতের কর্মকাণ্ড শুরু তাদের মধ্য দিয়ে। যেমন, মাটির কলস কাঁধে পুকুর থেকে জল নিয়ে বাড়ির পথ বেয়ে উপরে উঠছে তখন কোথা থেকে মাটির ঢেলা দিয়ে কলস ভেঙ্গে দিল। অথচ আশে পাশে কেউ নেই! রান্নার জন্য মাছ কুটছে, কে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মাছ নিয়ে উঁড়ে গেল। উঠানে ধান শুকানো হচ্ছে, হঠাৎ করে এক টুকড়ি ময়লা মাটি এসে পড়ল ধানের উপর। প্রথম প্রথম ধারণা করা হতো, মেয়ে দু'টির কোন মানসিক বা শারীরিক সমস্যা হয়েছে। স্থানীয় ডাক্তার দেখানো হল, চার্চের ফাদার পবিত্র জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করে দিলেন সমগ্র বাড়িময়। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হলো না। বরং ক্রমান্বয়ে উৎপাত আরও বাড়তে থাকলো। এভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চলতে থাকল। বর্ষাকাল, বাড়ির চারিদিকে অথৈ পানি। বাড়ি ছাড়া আশে পাশে সব জায়গা পানির নিচে। ভর দুপুর, হঠাৎ ঘরের চালের উপর বড় বড় শুকনো মাটির ঢেলা দুরুম দুরুম করে পড়তে থাকলো। এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

মার্চ এপ্রিল মাস, অমাবস্যার রাত। সন্ধ্যে বেলা ঘরের বড় মাটির বারান্দায় কুপিবাতি জ্বেলে বসে কথা বলছে পরিবারের বড়রা। ছোটরা হ্যারিকেন জ্বেলে পড়াশোনা করছে। বারান্দার কুপি বাতিটি রাখা ছিল পিলসুজ (স্থানীয় ভাষায় দেলক্যা) এর উপর। দেখা গেল, অদৃশ্য একটি হাত পিলসুজসহ কুপিবাতি উপরে তুলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আবার ওটা যথাস্থানে রাখা হলো। মাদুর পেতে দুপুরে খেতে বসেছে, থালার মধ্যে এক দলা বিষ্ঠা এসে পড়লো। ভূতের উৎপাতের এই কাহিনী পাড়াপড়শি, গ্রাম ছাড়িয়ে এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। মানুষের মুখে মুখে "ডাক্তার বাড়ির ভূত" এর গল্প। আমাদের চার্চের গোয়ানিজ ফাদার, ওঝা, বৈদ্য, বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছে বাড়িটিকে ভূত মুক্ত করতে। কিন্তু সবাই ব্যর্থ।

ভূতের কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করলো। বর্ষাকাল আমার বাবা মাইকেল মাস্টার বোনের বাড়িতে বিশেষ প্রার্থনা করে সন্ধ্যায় একা নৌকা বেয়ে বাড়ি ফিরছিল। ঘাট থেকে নৌকা ভাসানোর একটু পরেই মনে হল সামনের গলুই-এর উপর কে যেন বসে পড়লো। কোন মানুষ নেই, অদৃশ্য কণ্ঠ মানুষের মত কথা বলা শুরু করলো। বাবা তো ভূতে বিশ্বাস করে না, সবসময় তাঁর ক্রুশ ও পকেটে রোজারীমালা থাকে। বাবার সাথে কথা বলছে। বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর নাম কি? ভূত, কালু। মায়ের নাম----। নৌকা বিলের মাঝপথে। ভূত বললো, বাড়ি গিয়ে দেখ তোর ছেলে বেঁচে আছে কি না। তখন বাবা ঘাবড়ে গেলো। দ্রুত নৌকা চালিয়ে বাড়ির পেছনের ঘাটে নৌকা ভেরাতে ভেরাতে তার স্ত্রীকে চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞেস করে যোসেফ কি করছে? যোসেফ, আমার বড় দাদা তখন ছয়/সাত মাসের শিশু। ঘরে ঢুকে দেখে তাদের ছেলে খেলা করছে।

ডাক্তার বাড়ির ভূত গির্জা থেকে দূরে থাকতো। আমার বাবা ছাড়া আরো

দু'তিন জনের সাথে কথা বলতো। কিন্তু কখনো তাকে কেউ দেখে নাই। একবার আমাদের গ্রামের এক বিবাহে বর তার পক্ষের মানুষজন ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে হাঁটা পথে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত কনের গ্রামের বাড়ির হাসনাবাদ গির্জায় যাচ্ছে। হঠাৎ ভূত বাবাজির আবির্ভাব। যেন পাশাপাশি সেও হাঁটছে আর কথা বলছে। আর যতসব দুষ্টামির কথাবার্তা। ঐ রাস্তায় একজন মহিলা ছাতা মাথায় অন্যদিক থেকে আসছে। ভূতের খায়েশ হলো একটা কুকর্ম করার, বলল ওর কাছ থেকে ছাতাটা নিয়ে আসি? সাথে সাথে দেখা গেল, মহিলার হাত থেকে ছাতা কে যেন উড়িয়ে নিয়ে আসছে।

তুইতাল থেকে হাসনাবাদ যেতে নয়নশ্রী গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে ইছামতি নদী পাড় হতে হয়। গুদারা বা খেয়া নৌকায় একসাথে ২৫/২০ জন মানুষ উঠে পড়লো নৌকায়। মাঝ নদীতে গিয়ে তার দুষ্টামি আরম্ভ হল। বলে, তোদের নৌকা আমি ডুবিয়ে দিব। তাকে অনুরোধ করা সত্বেও নৌকার একপাশ কাত করে একরাশ পানি উঠিয়ে দিল। এরপর নৌকা থেকে নেমে হালট দিয়ে ৭/৮ মিনিটের হাঁটাপথ। গির্জার কাছাকাছি হালটের পাশে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। সে অবদি যেয়ে, ভূত বাবাজি বলল, তোরা যা, আমি আর যাবো না। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে আবার কথা হবে। ভূত তা-ই করেছিল।

ভূতের নানারকম কাণ্ডকারখানা চলছিল নতুন তুইতাল গ্রামের ঐ ডাক্তার বাড়ি ও আশেপাশের ১০০/২০০ গজের মধ্যে। বাড়ির মহিলা পুরুষ ছেলে মেয়েদের কাছে ভূতের ছোট খাটো অত্যাচার যেন তখন স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা গলায় ক্রুশ'সহ রোজারীমালা, রাতে বাতি ও আগুন জ্বালিয়ে চলাফেরা করায় অভ্যস্ত হয়েছিল। সবার ভিতরেই ভয়ের বিপরীতে সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কৌশল। আলম ডাক্তারের ছেলে মার্টিন ১৯/২০ বছর বয়সের দীর্ঘদেহী দুরন্ত সাহসী যুবক। একদিন ফুটবল খেলে সন্ধ্যার পর তুইতাল গির্জার মাঠ থেকে হালট দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। চাঁদনী রাত, আলো ছাড়াই পথ চলা যায়। ডাক্তার বাড়ির ২০০ গজের কাছাকাছি আসতেই দেখে ২৫/৩০ ফুট লম্বা বিশাল আকৃতির একটি মানুষ দুই পা হালটের দুইদিকে ছড়িয়ে পথ আটকিয়ে রেখেছে। মার্টিন দাদা তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল তাকে কি করতে হবে। সে ঐ ছায়া-মানবের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে পিছপা হতে হতে মেথু মাদ্বর বাড়ির কাছে চলে আসে। তারপর সেই বাড়ির দুইজন যুবক বাতি নিয়ে তাকে বাড়িতে পৌছে দেয়। সে পিছন ফিরে দৌড় দিলে বা ভূতের পায়ের ফাঁক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নাকি তার ঘাড় মটকে দিত!

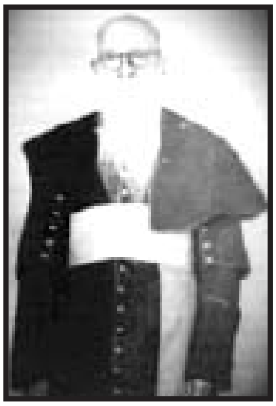

ফাদার (মনসিনিয়র) ইসিদোর ফ্রান্সিস ডি' কস্তা
(১৮৮৮-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

এভাবে দুই/তিন বছর চললো। মেয়েদের উপর উৎপাত কমে গেলেও, ভূত ডাক্তার বাড়ি ও আশ-পাশের এলাকা ছাড়ছিল না। আরও অনেক রকমের ভৌতিক কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকে। ভূত তাড়ানোর উদ্দেশে কোন ধর্মীয় ব্যক্তি, পুরোহিতের আগমন হলে ভূত আরও ক্ষেপে যেত। হাসনাবাদ চার্চের গোয়ানীজ যাজক ফাদার ইসিদোর ডি' কস্তা ছিলেন খুবই ধার্মিক। তিনি মন্দ আত্মায় আক্রান্ত লোকদের প্রার্থনা দিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করতেন। একদিন তিনি পবিত্র সাক্রামেন্ত ও বিশেষ পোষাক পরিহিত হয়ে আসলেন তুইতাল। তাঁর সাথে বেশ কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত ছিলেন। তারা আলম ডাক্তারের বাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ একটি ঢিল এসে পড়লো ফাদারের চশমার উপর, ভেঙ্গে গেল চশমার গ্লাস। তবুও ফাদার হাল ছাড়েন নাই। তুইতাল চার্চের একটু দূরে বেইজা ঠাকুর বলে একজন তান্ত্রিক ছিলেন। গ্রামের মাতব্বররা তারও স্মরনাপন্ন হয়েছিলেন। বেইজা ঠাকুর নাকি বলেছিলেন, কোন একজন ব্যক্তি ঐ পরিবারে প্রতিশোধ নিতে খুব শক্ত ভূত চালান দিয়েছিলন। সে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। তার পরামর্শ অনুযায়ী বাড়ির একটি নির্দিষ্ট স্থানে বড় গর্ত খোঁড়া হয়। সেখান থেকে একটি নবজাতকের হাড়-গোড় উদ্ধার করা হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অনেক মানুষ। যা-ই হোক অবশেষে ডাক্তার বাড়ি থেকে ভূত বিতারিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ঐ বাড়ির ভূতগ্রস্ত দুটি মেয়েই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। আমার পিশতুতো দিদির ঐ একই গ্রামে বিয়ে হয়েছিল। তিন সন্তানের মা, নাতি-পুতি দেখে নব্বই বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তুইতাল ডাক্তার বাড়ির ভূত বহুদিন উদাহরণ হয়ে মুখে মুখে চলে আসছে। আমরা যখন বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে পড়ি, তখন কেউ ক্লাশে মনোযোগ না দিয়ে দুষ্টুমী করলে আমাদের একজন প্রিয় শিক্ষক, একটু কায়দা করে বলতেন, "তোকে কি ডাক্তার বাড়ির ভূতে পেয়েছে! এখন আমাদের সমাজে যাদের বয়স সত্তর/আশি তারা ডাক্তার বাড়ির ভূতের গল্প শোনাতে খুব মজা পান।

উপসংহারে জীন ভূত পেতনিতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমাদের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় জীন-ভূত আক্রান্তের ডজন খানেক ঘটনা আমারই জানা আছে। এদের অনেককেই ফাদার (পরবর্তীতে মনসিনিয়র) ডি' কস্তা তাঁর বিশেষ প্রার্থনা ও পবিত্র আত্মার/ঐশ ক্ষমতায় সুস্থ করেছেন (ভূত ছাড়িয়েছেন)। সত্তরের দশকে যার একটির সাক্ষি হতে পেরেছিলাম আমি। মনসিনিয়র ডি' কস্তা ১৫ অক্টোবর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তেজগাঁও চার্চের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। লক্ষণীয় যে, আমাদের এলাকায় বিদ্যুত আসার পর এবং বড় বড় তাল, তেঁতুল, দেবদারু, পাতি গাব, হিজল, ছাতিম ও শ্যাওড়ার মত বৃক্ষ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ভূত-প্রেতের উৎপাত এখন নাই বললেই চলে। ✿

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

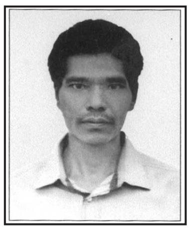

আমার নাম রতন হাগিদক। আমার বাড়ি গাজীপুর জেলা, কালীগঞ্জ থানা, তুমিলিয়া মিশনের দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রাম। গত ৫ মাস যাবৎ আমি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। আমার পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনকারী। আর তাই বর্তমানে অর্থের অভাবের কারণে আমার চিকিৎসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

তাই আমি আপনাদের কাছে বিনীতভাবে আমাকে আর্থিক সাহায্য দানে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানাঃ

রতন হাগিদক

মোঃ/বিকাশ নং: ০১৯২৫৯১২১৩০

হারানো নাকি ফিরে পাওয়া

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

একদিন এক লোক কিছু একটা খুঁজছিলেন। এটা দেখে অন্য একজন এসে জিজ্ঞেস করলেন, “ভাই আপনি কি কিছু খুঁজছেন ? আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?” ভদ্রলোক মৃদু হেসে জবাব দিলেন, কি যে খুঁজছি তা যদি বলতে পারতাম তাহলে তো আমি নিজেই তা খুঁজে পেতাম। কোনকিছু হারানো সব সময় বেদনার। হারানোর গল্প কেউ শুনতে চায় না। সবাই ঘটনার মাঝে প্রত্যাশার বাণী শুনতে চায়। আজ থেকে চার'শো বছর আগের একটি ঘটনার কথা বলা যাক। ইংরেজ কবি জন মিল্টন ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে “প্যারাডাইস লস্ট” গীতিকাব্য লিখে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেন। পাশাপাশি তিনি সমালোচকদের দৃষ্টিও এড়াতে পারেননি। কারণ তাঁর কাব্যে তিনি মানবজাতির কাছে বাইবেল অবলম্বনে মহা পাপের বিবরণ দেওয়ায় স্বর্গরাজ্য হারানোর কাহিনীকে অনেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়েছেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল প্রখ্যাত কবি মিল্টন তাঁর সৃষ্টিকর্ম দিয়ে জগতকে প্রত্যাশার বাণী শুনাবেন। কিন্তু না তিনি তা পারলেন না।

চার বছর পর ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে কবি জন মিল্টন তার সমালোচকদের জবাবে আরেকখানি গীতিকাব্য রচনা করেন। “প্যারাডাইস রিগেইন” এই বইখানি লিখে তিনি বিশ্বব্যাপী ঝড় তুলেন। কারণ এর মাধ্যমে মিল্টন ঈশ্বরের শাশ্বত প্রেম, প্রভু যিশুর ক্রুশোবিদ্ধ কাহিনী, পুনরুত্থানের মহিমা ও মানব জাতির পরিত্রাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের অন্তরে স্থান করে নেন।

হারানোর বিষয়ে বাইবেলে বেশ কয়েকটি উপমা রয়েছে। ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনায় তিনি মানুষের সাথে এক যোগাযোগ বন্ধনের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে প্রেরণ করলেন যেন মানুষ পাপের পথ থেকে ফিরে ঈশ্বরের দিকে যাত্রা করতে পারে। তাই যিশু ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শিক ব্রত নিয়ে এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যিশুর করুণার দৃষ্টি থেকে ধনী-নির্ধন কেউই বাদ যায়নি। তাঁর দৃষ্টি সবার প্রতি সমানভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। নীকদীমের মত ফরীশী পণ্ডিত প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও যিশু হারাতে চাননি। তাইতো তাঁকে বুঝাতে গিয়ে যিশু ঐশ পরিকল্পনাকে প্রকাশ করলেন যা সমগ্র বাইবেলের সারকথা বা সেন্ট্রাল ভার্সরূপে আমরা দেখতে পাই। যিশু বলেন, “কেননা ঈশ্বর জগতকে এত ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে” *(যোহন ৩: ১৬)*।

যিশু জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় ছিলেন Omnicient অর্থাৎ সর্বদর্শী বা সর্বজ্ঞ। তাই তো তাঁর দৃষ্টি ছিল Omni-dimensional অর্থাৎ সর্বত্র ও সব শ্রেণীর মানুষের দিকেই। পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি ঘটনার দিকে খেয়াল করলে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বার বার ‘হারানকে ফিরে পাওয়ার’ বিষয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করেছেন। কর গ্রাহক মথির বাড়িতে ফরীশীদের উদ্দেশে যিশু বলেন, ‘সুস্থ লোকদেরই চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত তাদেরই প্রয়োজন। ...কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি *(মথি ৯:১২-১৩)*। অন্য স্থানে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সামারীয় নারীকে যিশু তাঁর পরিচয় দিলে তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়ে উঠে। যিশু তাঁকে বলেন, ‘... প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন’ *(যোহন ৪:২৩)*। যিশু কর আদায়কারী সক্কেয়ের বাড়ীতে অতিথি হয়ে বললেন, ‘আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এ লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন *(লুক ১৯:৯-১০)*।

যিশুর কথায় বিদ্যুতের মত এক পলকে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি প্রত্যেকের মূল সমস্যা অনুসারে আশ্চর্য সমাধান দিয়েছেন। যেরুশালেম মন্দিরের মেষদ্বারের পুকুরের পারে ৩৮ বৎসরের পঙ্গুকে যিশু বললেন, “উত্থিত হও, তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল। লোকটি তখনই সুস্থ হয়ে উঠল, ও মাদুর তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল” *(যোহন ৫:৮-৯)*। আরেক রাজপুরুষ তার মৃতপ্রায় পুত্রের সুস্থতার জন্য যিশুকে অনুনয় করাতে যিশু বললেন, ‘বাড়ি যান, আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে’ *(যোহন ৪:৪৯)*। আঠারো বছরের কুজাকে যিশু বলেন, “... নারী তোমার দুর্বলতা থেকে তুমি মুক্তা” *(লুক ১৩: ১২)*। যিশু শিশুদের দিকেও খেয়াল রেখেছেন একবার তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, “শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিও না, কেননা যারা এদের মত ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই” *(মার্ক ১০: ১৪)*। সর্বাঙ্গকুষ্ঠকে স্পর্শ করে যিশু বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও। আর তখনই চর্মরোগ তাকে ছেড়ে গেল’ *(লুক ৫:১৩)*। পক্ষাঘাতীকে যিশু বলেন, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল” *(লুক ৫:২৩)*। অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যিশু বলেন, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে” *(লুক ৭:৪৮)*। যিশু জন্মান্ধকে বললেন, “তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে” *(লুক ১৮:৪২)*।

করুণাময় যিশু মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও রোগের সুস্থতা করেছেন। অন্যদিকে আত্মিকভাবে ঝরে পড়া মানবকেও পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। যিশু শুধুমাত্র সুস্থই করেননি তিনি অন্যায়কারীকে পাপের পথ পরিত্যাগের জন্য পুনরায় মনে করিয়ে দিয়েছেন। যোহন ৫:১৪ পদে আমরা দেখি, “পরে যীশু মন্দিরে তার দেখা পেয়ে তাকে বললেন, “দেখ তুমি সুস্থ হয়েছ; আর পাপ করো না।” কখনও তিনি অনুযোগের সুরে কথা বলেছেন। ব্যবস্থাবেত্তার ধার্মিকতা জীবনের পরেও তাঁর মাঝে অপরিপূর্ণতা দেখে যিশু তাকে বলেছেন, “তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে, গরিবদেরই দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এস আমার অনুসরণ কর” *(মার্ক ১০:২১)*। ভাল কাজের মাঝেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন্ কাজটির গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক তা আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে বুঝে উঠতে পারিনা বাইবেলেও যিশু মার্থাকে এমনি একটি ছোট ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন যা আমাদের ভিন্ন আঙ্গিকে ভাবতে শিখায়। যিশু মার্থাকে বলেন, “মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে...*(লুক ১০: ৪১-৪২)*। ইহুদীদের ছাড়াও অন্যদের প্রতি যিশুর যে করুণা ও মমতা রয়েছে তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায়। যিশু এ প্রসঙ্গে বলেন, “আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে’ *(যোহন ১০:১৬)*।

যিশুর বলা গল্পের মাঝে হারানোর গল্প থাকলেও তা মূলত: ফিরে পাওয়ার গল্প। ধরা যাক, লুক ১৫:১-৩২ পদে বর্ণিত তিনটি ফিরে পাওয়ার গল্পের কথা। সেগুলি হল, হারানো মেষের গল্প ও হারানো সিকির গল্প এবং হারানো পুত্রের গল্প।

যিশুর বলা তৃতীয় গল্পে হারানো পুত্রের ঘটনায় দুই পুত্রের কনিষ্ট হারিয়ে গেলে-কি ঘটে এখানে ক্ষতির পরিমাণ কত? আমরা কি বলব দুই জনের একজন হারানোতে কি ৫০% ক্ষতি হয়েছে? আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এসে এদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। মানুষ কি শুধুই সম্পদ! দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই একজন মানুষ অন্যের থেকে আলাদা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে প্রত্যেক খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীই আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বরের কাছে সমান গুরুত্বের। অর্থাৎ Each one

is individual and unique to God.

প্রভু যিশু বলেছেন, "মাংস থেকে যা জন্মায়, তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই" *(যোহন ৩:৬)*। তিনি আরও বলেন আমাদের এ পার্থিব দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। তাহলে এ দেহ এবং দেহে অবস্থিত প্রতিটি আত্মার গুরুত্ব কতটুকু তা গভীরভাবে ভাববার বিষয় বৈকি! তাই কোন ব্যক্তি হারানো মানে একটি আত্মাকে হারানো যার কোন শতকরা হিসাব থাকতে পারে না। চোখের চশমা যেমন চোখ নয় কিন্তু চোখে দেখার সহায়ক। তেমনি ব্যক্তি আমি'র সহায়ক যে আত্মা তা চশমার মত অন্তরাত্মার সহায়ক যা অন্যরা দেখতে পায়।

প্রকৃতপক্ষে, যিশু চেয়েছেন যেন মানুষ তার নিজের সমস্যা, নিজের প্রয়োজন ও নিজের অসুস্থতা নিজেই প্রকাশ করে ও তার বিশ্বাস স্বীকার করে। তিনি বার বার বলেছেন 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করল'। যিশু দুর্বলের আত্মবিশ্বাসকে এভাবেই জাগরিত করেছেন। আমাদেরও উচিৎ নিজের দুর্বলতাকে যিশুর কাছে তুলে ধরা বা স্বীকার করা এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো। কানান গ্রামে বিয়ে বাড়িতে যিশুকে নিমন্ত্রণ জানানোতে বাড়ির কর্তার আত্মসম্মান রক্ষা পেয়েছিল এবং উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যিশুকে বাদ দিয়েই আমরা আমাদের জাগতিক অনুষ্ঠানাদি এমনকি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানও পালন করি। তথাপিও আমাদের সন্তুষ্টি হয় না। এ কারণেই কি যিশু আজও বলেন, "...তোমরা আমাকে অসম্মান কর" *(যোহন ৮:৪৯)*। আমাদের নানা দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা যা কিছু চাই তা যদি বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে চাই তবে আমরা তা পাব। এ প্রসঙ্গে যিশু বলেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়ে যাও, ও সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হও, এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সেই যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে" *(মার্ক ১১:২৩-২৪)*। আমাদের পাপময়তা থাকা সত্ত্বেও আমরা যে ধ্বংস হই ঈশ্বর তা কখনও চান না। তাই তো যিশু আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "..এই ক্ষুদ্রজনদের একজনও বিনষ্ট হোক, তা কখনোই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়" *(মথি ১৮:১৪)*।

বহুতল ভবনে লিফটের সাহায্যে অনায়াসে উঠানামা করা যায়। একবার উঠতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে আবারও ওঠার সুযোগ আসে কারণ তা আবারও পাবার সুযোগ থাকে। কিন্তু বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের বিশ্বাসই যদি হারিয়ে ফেলি তবে তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় কি? বিশ্বাসের মত আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দান করার মানসিকতা যা আমাদের দয়াশীল হতে শিখায়। উপবাস যা আমাদের সংযম ও আত্মশুদ্ধি শেখায়। প্রার্থনা যা আমাদের প্রাত্যহিক শক্তি যোগায়। ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ যা আমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করে *(যোহন ১৭:১৭)*। ঈশ্বরের ধ্যানে নীরবতায় থাকা যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত করে। অন্যকে ক্ষমা করা যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ক্ষমা পেতে পারি *(মার্ক ১১:২৫-২৬)*। আমাদের জীবনে এর প্রতিটিরই অনুশীলন করা প্রয়োজন।

লুক ১৫ অধ্যায়ের ১ পদ থেকে ১০ পদ পর্যন্ত হারানো মেষ ও হারানো সিকির গল্প রয়েছে এবং লুক ১৫:১১-৩২ পর্যন্ত হারানো পুত্রের ঘটনা রয়েছে। যিশুর বলা এ গল্পটি একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। কারণ গল্পের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘটনাবহুল, আনন্দ বেদনার সংমিশ্রণে কাহিনীটিতে এক রূঢ় বাস্তবতার চিত্র অংকিত হয়েছে। একবারে পড়ে শেষ করা যায় তবুও মনে হয় শেষ হয়ে হল না শেষ!

হারানো পুত্রের গল্পটির নামকরণ ও এর যৌক্তিক বিশ্লেষণে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম। সিলেটী বাংলা অনুবাদে 'খুয়াইলা ধন', ইঞ্জিল শরীফের অনুবাদে 'হারান ছেলের গল্প', কেরী বাংলা অনুবাদে 'হারান পুত্র', চলিত বাংলা অনুবাদে হারান ছেলে। পুরাতন বাংলা অনুবাদে এক সময় ছিল "অপব্যয়ী পুত্র"। এসব শব্দের ব্যবহারে তেমন ভ্রান্তি থাকে না। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যখন ভিন্ন কোন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় তখন তা সহজে মেনে নেয়া অনেকের পক্ষে সহজতর নয়। এমনি একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে আমাকে। থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব খ্রীষ্টিয়ান কমুনিকেশন ট্রেনিংয়ের শেষ দিনের কালচারাল শো'তে বাইবেলের গল্প অবলম্বনে নাটিকা উপস্থাপনের পালা চলছিল। বিশ্বের ২৫টি দেশের প্রায় ৪০জন এতে উপস্থিত ছিলেন। ঘোষণা হল এবার নাটিকা উপস্থাপন করবে স্বাগতিক দেশ-থাইল্যান্ড। নাটিকার বিষয়বস্তু 'প্রডিক্যাল ডটার'। বিষয়টি সবারই দৃষ্টি কাড়ে। সবাই তাকিয়ে আছে স্টেজের দিকে। কি ব্যাপার কি ঘটনা দেখাবে এখন!

পরে নাটিকায় দেখান হল সে দেশের তরুণীদের বিপদগামীতার কয়েকটি খণ্ড চিত্র। থাইল্যান্ডে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা চালু থাকায় সে দেশের "হারান পুত্র" গল্পের পরিবর্তে "হারান কন্যা" গল্প অবলম্বনে তারা নাটিকাটি উপস্থাপন করেন। নাটিকাটি উপভোগ্য হলেও সেদেশের নারীদের বিশেষ করে তরুণীদের দরিদ্রতার কারণে বিপদগামীতা,অসহায়ত্ব ও সামাজিক প্রতিকূলতার বাস্তবচিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রথমটায় একটা 'কালচারাল শক' পেলেও তারা যে হারানোর 'ফিরে পাওয়ায়' উদগ্রীব তা ভেবে আশ্বস্থ হলাম।

গল্প তিনটিতে শতকরা লাভ-ক্ষতির হিসাবে আমরা দেখি :

১০০টি মেষের-১টি মেষ হারাল=৯৯টি অবশিষ্ট থাকল (শতকরা হিসাবে ১% ক্ষতি হয়েছে) পশু সম্পদ হারানোতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ঠিকই তবে হারানোয় গুরুত্ব কতটুকু তা বিচার্য বিষয় বৈকি!

পরবর্তী গল্পের ১০টি সিকির-১টি হারিয়ে গেলে=৯টি অবশিষ্ট থাকে (এখানে শতকরা হিসাবে ১০% ক্ষতি হয়েছে) অর্থ সম্পদ হারানোতে পূর্বের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা বেশী তারপরও হারানোয় গুরুত্ব কতটুকু তা বিচার্য বিষয় বৈকি!

হারান পুত্রের ঘটনার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি-

পিতার দুই ছেলের ছোট ছেলে কর্তৃক পিতার নিকট নিজ সম্পত্তির দাবি করা ও তা পেয়ে দূরদেশে চলে যাওয়া। সেখানে অনাচারে সে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করল। কিন্তু কি ধরনের অনাচার সে করল তা স্পষ্ট বলা হয়নি। পরে দুর্ভিক্ষে পড়ে মাঠে শুকর চরাত এমনকি শুকরের খাবার শুঁটী খেতে চাইত তবুও কেউ তা দিত না। একসময় তার চেতনা হল যে, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং পিতার সাক্ষাতে সে পাপ করেছে। তাই সে অনুতাপের হৃদয় নিয়ে পিতার একজন মজুরের মত কাজ করে জীবন ধারণ করতে মনস্থ করেছে। সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই পিতা তাকে দেখে করুণাবিষ্ট হলেন, দৌঁড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে থাকলেন। পুত্রও তার বিনম্র হৃদয়ের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পিতার হৃদয়ে আসন করে নিল। পিতা তার জন্য সবচেয়ে ভাল কাপড়, হাতে আংটি, পায়ে পাদুকা ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কেটে ভোজ প্রস্তুত করতে ও আনন্দ করতে বললেন। যেই কথা সেই কাজ- সকলে ভোজে আনন্দ করতে লাগল। পরে বড় ভাই জমি থেকে বাড়িতে এসে গান বাজনা শুনে তার দাসের কাছে জানল যে তার ছোট ভাই সুস্থ দেহে ঘরে ফেরায় হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কেটে সকলে আনন্দ করছে। এতে সে ক্রুদ্ধ হল এবং ভিতরে ঢুকতে চাইল না, এমনকি তার বাবা এসে সাধ্য সাধনা করলেও যেতে চাইল না বরং ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও নিজের সম্পর্কে প্রশস্তি গাইল। তবু বাবা বড় ছেলেকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন- যে হারিয়ে গিয়েছিল সে তো ছোট ভাই, পরিবারেরই একজন !

আমাদের জীবনে হারানোর গল্প যোগ করতে চাই না। হয়তো আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে সরে গিয়েছি। কেউ কিছুটা দূরে কেউ আরও দূরে। গীতিকারের সেই গানের সুরে রয়েছে, "যীশু ডাকেন তোমায়, স্নেহের দু'টি হাত বাড়ায়ে বার বার যীশু ডাকেন তোমায়..।" যিশু আজও ডাকছেন। আপনাকে, আমাকে সকলকে। তিনি নিজেই বলেছেন," কেননা যে যাচ্না করে সে পায়; আর যে খোঁজে সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে" *(লুক ১১:১০)*। ❧

পাশের হার কম হলেও মিশনারী স্কুলগুলোর ফলাফল বরাবরের মত এবছরও ভালো

বাংলাদেশের শিক্ষাজীবনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষা। দীর্ঘ প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষের পাঠদান এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হয় এই পরীক্ষার মাধ্যমে।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ২১ এপ্রিল এবং শেষ হয় ২০ মে। পরবর্তীতে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত। চলতি বছর দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সমমানের পরীক্ষায় ১৮ লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ১০ আগস্ট ফলাফল প্রকাশ করা হয়। উক্তদিন সকাল ১০টায় দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল একযোগে প্রকাশ করে।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ফলাফলে জাতীয় পর্যায়ে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় গড় পাসের হার ও GPA-5 প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৬ জন শিক্ষার্থী।

প্রসঙ্গত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩২ জন। এবারের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলে পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

বোর্ড ভিত্তিক একনজরে ফলাফলের চিত্র

বোর্ডের নাম	পাশের হার	জিপিএ ৫	বোর্ডের নাম	পাশের হার	জিপিএ ৫
ঢাকা	৭১.৬৩%	৩৩,২৫৩	ময়মনসিংহ	৫৭.৩৯%	৫,৭০০
চট্টগ্রাম	৫৯.৪৮%	৯,৩৯৮	যশোর	৬৬.২৭%	১১,৪৭৮
সিলেট	৫৮.৩৩%	৩,৮৩৬	কুমিল্লা	৬৫.৪২%	৯,৮১৪
বরিশাল	৬০.৩৫%	২,৭৭৮	দিনাজপুর	৫৮.৫%	১৩,৬৩৯
রাজশাহী	৬৩.৬৭%	১৬,১১৩			

এবার নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ০৫ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৬৮ দশমিক ০৪ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোতে পাসের হার কমেছে ৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ। নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৯ জন শিক্ষার্থী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার ১৮ জন।

মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ১১টি শিক্ষা বোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৬ জন শিক্ষার্থী।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশনারীদের পরিচালনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এসব বিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। ঠিক তেমনিভাবে এবছরও এদেশের বিভিন্ন মিশনারী স্কুল থেকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এক নজরে মিশনারী কিছু স্কুলের ফলাফলের চিত্র তুলে ধরা হলো:

সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মোহম্মদপুর, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ১৭১ , অংশগ্রহণকারী: ১৭১ , উত্তীর্ণ: ১৭১ , পাসের হার: ১০০ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৪৪

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৬; জিপিএ ৫ =১; মানবিক : উত্তীর্ণ =১১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =১৬৫; জিপিএ ৫ =১৪৩

হলিক্রস গার্ল'স হাই স্কুল (তেজগাঁও, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী : ২৪৮; অংশগ্রহণকারী: ২৪৮; উত্তীর্ণ: ২৪৮; পাসের হার: ১০০ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৯৮

ব্যবসায় বিভাগ : উত্তীর্ণ =৪৬; জিপিএ ৫ =৩২, বিজ্ঞান বিভাগ : উত্তীর্ণ =১৫৩; জিপিএ ৫ =১৪৮

সেন্ট গ্রেগরী'স হাই স্কুল এন্ড কলেজ (লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ২৮৪; অংশগ্রহণকারী: ২৮৪; উত্তীর্ণ: ২৮৩; পাসের হার: ৯৯.৬৫ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৭৩

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৩৫; জিপিএ ৫ =৪; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ = ২৪৮; জিপিএ ৫ =১৬৯; অনুত্তীর্ণ =১

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ (লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ২৬৯; অংশগ্রহণকারী: ২৬৯; উত্তীর্ণ: ২৬৯; পাসের হার: ১০০ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৩১

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৯০; জিপিএ ৫ =২১; মানবিক : উত্তীর্ণ=৩৪; জিপিএ ৫ =৪; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ=১৪৫; জিপিএ৫=১০৬

সেন্ট মেরি'স গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ (তুমিলিয়া, গাজীপুর)

পরীক্ষার্থী: ২০৩; অংশগ্রহণকারী: ২০২; উত্তীর্ণ: ১৮৬; পাসের হার: ৯২.০৮ শতাংশ; জিপিএ ৫: ২৭

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ=৬২; অনুত্তীর্ণ=১; জিপিএ ৫ =২; মানবিক : উত্তীর্ণ =৩৮; অনুত্তীর্ণ=১৫; জিপিএ ৫ =১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =৮৬; অনুত্তীর্ণ=১; জিপিএ ৫ =২৪

তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় (তুমিলিয়া, গাজীপুর)

পরীক্ষার্থী: ৮১ , অংশগ্রহণকারী: ৮১ , উত্তীর্ণ: ৮০ , পাসের হার: ৯৮.৭৭ শতাংশ; জিপিএ ৫: ৮

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ=৫৫; অনুত্তীর্ণ=১; জিপিএ ৫=১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ=২৫; জিপিএ ৫ =৭

বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল এন্ড কলেজ (বান্দুরা, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ১৩৬; অংশগ্রহণকারী: ১৩৬; উত্তীর্ণ: ১২৯; পাসের হার: ৯৪.৮৫ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১০

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৫৯; অনুত্তীর্ণ=৬; জিপিএ ৫ =১; মানবিক : উত্তীর্ণ =২৯; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =৪১; অনুত্তীর্ণ =১; জিপিএ ৫ =৯

সেন্ট ইউফ্রেসি'স গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ (হাসনাবাদ, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ২০৪; অংশগ্রহণকারী: ২০২; উত্তীর্ণ: ১৭০; পাসের হার: ৮৪.১৬ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৭

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৯২; অনুত্তীর্ণ =১৯; জিপিএ ৫ =৭; মানবিক : উত্তীর্ণ =৩২; অনুত্তীর্ণ =১৩; জিপিএ ৫=১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =৪৬; অনুত্তীর্ণ=২; জিপিএ ৫ =৯

সেন্ট থেক্লা'স গার্লস হাই স্কুল (গোল্লা, ঢাকা)

পরীক্ষার্থী: ৪৩, অংশগ্রহণকারী: ৪৩, উত্তীর্ণ: ২৩, পাসের হার: ৫৩.৪৯ শতাংশ; জিপিএ ৫: ০

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ=৯; অনুত্তীর্ণ=৮; মানবিক : উত্তীর্ণ =১২; অনুত্তীর্ণ =১২; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =২

সেন্ট প্লাসিড'স স্কুল অ্যান্ড কলেজ (চট্টগ্রাম)

পরীক্ষার্থী: ২৭৯; অংশগ্রহণকারী: ২৭৯; উত্তীর্ণ: ২৭৭; পাসের হার: ৯৯.২৮ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১৩১

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৯২; জিপিএ ৫ =১২; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =১৮৫; অনুত্তীর্ণ =২; জিপিএ ৫ =১১৯

সেন্ট স্কলাস্টিকা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ (চট্টগ্রাম)

পরীক্ষার্থী: ২১০; অংশগ্রহণকারী: ২১০; উত্তীর্ণ: ২০৯; পাসের হার: ৯৯.৫২ শতাংশ; জিপিএ ৫: ৯১

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৫৫; অনুত্তীর্ণ =১; জিপিএ ৫ =১৭; মানবিক : উত্তীর্ণ =১১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ=১৪৩; জিপিএ ৫ =৭৪

সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর

পরীক্ষার্থী: ২৭৩; অংশগ্রহণকারী: ২৭৩; উত্তীর্ণ: ২৬৬; পাসের হার: ৯৭.৪৪ শতাংশ; জিপিএ ৫: ১২৪

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৩৩; অনুত্তীর্ণ =৩; জিপিএ ৫=৩; মানবিক : উত্তীর্ণ =৩৫; অনুত্তীর্ণ=৪; জিপিএ ৫ =২; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =১৯৮; জিপিএ ৫ =১১৯

সেন্ট লুইস হাই স্কুল, নাটোর

পরীক্ষার্থী: ১৫০; অংশগ্রহণকারী: ১৪৯; উত্তীর্ণ: ১০৫; পাসের হার: ৭০.৪৭ শতাংশ, জিপিএ ৫:- ৯

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =১৫; অনুত্তীর্ণ =৮; মানবিক : উত্তীর্ণ =৫০; অনুত্তীর্ণ =৩৬; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =৪০; অনুত্তীর্ণ =১; জিপিএ ৫ =৯

সেন্ট যোসেফ'স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনপাড়া, নাটোর

পরীক্ষার্থী: ২৯৮; অংশগ্রহণকারী: ২৯৫; উত্তীর্ণ: ২৫৭; পাসের হার: ৮৭.১২ শতাংশ, জিপিএ ৫: ৬৮

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৩০; অনুত্তীর্ণ =১০; জিপিএ ৫ =১; মানবিক : উত্তীর্ণ =৮৮; অনুত্তীর্ণ =২৭; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =১৩৯; অনুত্তীর্ণ =৪; জিপিএ ৫ =৬৭

উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

পরীক্ষার্থী: ২২০, উপস্থিতি: ২২০, পাশ: ২২০ শতাংশ, পাস ১০০, জিপিএ ৫:- ৬৩

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ=৬২; জিপিএ৫=১; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ=১৫৮; জিপিএ৫=৬২

সেন্ট রিটা'স হাই স্কুল, মথুরাপুর, পাবনা

পরীক্ষার্থী: ১৮৬; অংশগ্রহণকারী: ১৮২; উত্তীর্ণ: ১৩১; পাসের হার: ৭১.৯৮ শতাংশ; জিপিএ ৫:- ১৪

ব্যবসায় শিক্ষা : উত্তীর্ণ =৩৬; অনুত্তীর্ণ =৬; মানবিক : উত্তীর্ণ =২৯; অনুত্তীর্ণ=৩৪; জিপিএ ৫ =২; বিজ্ঞান : উত্তীর্ণ =৬৬; অনুত্তীর্ণ =১৫; জিপিএ ৫ =১২

মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরের মতো এবারও ভালো ফলাফল করেছে। যা সমগ্র বাংলাদেশে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রম। এই প্রেক্ষাপটে চলুন জেনে নেওয়া যাক মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুভূতি,

ব্রাদার নিকোলাস টলেন্টিনু, প্রধান শিক্ষক উদয়ন সেকেন্ডারি স্কুল, বরিশাল :- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে আমাদের বিদ্যালয়ে এবছর ২২০ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রত্যেককেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬৩ জন জিপিএ-৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এজন্য ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই এবং শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাই। সেইসাথে তাদের পিতামাতাদেরও অভিন্দন জানাই। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে এবং তাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করেছে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের পিছনে পরিশ্রমের বিকল্প কিছু হতে পারে না। যারা পড়াশোনায় পরিশ্রম করবে তারা সাফল্য অর্জন করবে। একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীর উচিত দিনে কমপক্ষে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করা। তাই সময় নষ্ট না করে পড়াশোনায় মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

সিস্টার মেরী জুলিয়ানা এসএমআরএ, প্রধান শিক্ষিকা, সেন্ট মেরী'স গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ। অন্যান্য বছরের মত এবারও সেন্ট মেরী'স থেকে মোট ২০২ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৮৬ জন শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সাথে কৃতকার্য হয় এবং ২৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়ার গৌরব অর্জন করে; যা কালিগঞ্জ উপজেলায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্তি। আমি সত্যি আনন্দিত ও গর্বিত যে, তাদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আগ্রহের কারণে এ সফলতা অর্জন করেছে। গাজীপুর জেলার ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যানের দেখা গেছে সর্বোচ্চ পাশের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২৩ টি স্কুলের মধ্যে সেন্ট মেরি'স স্কুল কালিগঞ্জ উপজেলার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৬তম স্থান অধিকার করেছে। এটি আমাদের জন্য সত্যিই বড় অর্জন। যারা আমাদেরকে এই গৌরব এনে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু ফলাফলের দিক থেকে সেরা হওয়া নয়; বরং প্রতিজন শিক্ষার্থীকে একজন সুনাগরিক, আত্মপ্রত্যয়ী, দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলা।

পরিকল্পনা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শিক্ষকদের দক্ষতা, কোমলতা এবং শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও আগ্রহই পারে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে। তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ যেন ভালো ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লক্ষণীয় বিষয় শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নয়, চাই দক্ষতা এবং এমন দক্ষতা যা পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে যথাযথ অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র :- https://eboardresults.com/v2/home

বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে: নব কম্মা।

আলোচিত সংবাদ

রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার আওতায় আসছে ৮৬৭০৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

চলতি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতার আওতায় আসছে ৮৬ হাজার ৭০৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ৮২ হাজার ৬৫৬টি মসজিদ, তিন হাজার মন্দির, ৭৫২টি বৌদ্ধ বিহার ও ৩০১টি গির্জা রয়েছে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা রাষ্ট্রীয় এ সুবিধার আওতায় আসবেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলতি মাসেই এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করবেন। ধর্মমন্ত্রণালয় জানায়, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য মাসিক সম্মানি ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে গঠিত সেলের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কার্যক্রমের অধীনে নির্বাচিত মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ও গির্জার যাজক প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে, মসজিদের মুয়াজ্জিন, মন্দিরের সেবাইত, বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ ও গির্জার সহকারী যাজক তিন হাজার টাকা এবং মসজিদের খাদেম মাসিক দুই হাজার টাকা সম্মানী পান। সম্মানীর এই অর্থ সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাবে ইএফটির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

https://www.risingbd.com/national/news/659095

আগামী ১০ বছরের জ্বালানি পরিকল্পনা সরকারের

আগামী ১০ বছরের জন্য দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে দেশের স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, শিল্পকারখানা ও বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। রবিবার (৯ আগস্ট) চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বাহারছড়া ইউনিয়নের সমুদ্রসৈকতে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান আরো বলেন, আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশের জ্বালানি পরিকল্পনা বিস্তারিত বিষয়সমূহের প্রস্তাবনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। এদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বৃহৎ অবকাঠামো পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সক্ষমতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং জনগণের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

https://www.bd-pratidin.com/first-page/2026/08/10/1285872

দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে উপযুক্ত পরিবেশ চায় ঢাকা

মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া ভারত ত্বরান্বিত করবে এমন আশা করছে বাংলাদেশ। সোমবার (১০ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রথম সৌজন্য সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আটক ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়েও ভারতের প্রতি অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছে ঢাকা। সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দফতরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান হয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনার ঢাকায় গত দুই মাসের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। বৈঠকে ওঠে এসেছে, ভারত শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। একইসঙ্গে শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়েও ভারতের প্রতি অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

নতুন 'মিউজ গ্লিমার'এআই মডেল উন্মুক্ত করল মেটা, চলবে ব্যক্তিগত কম্পিউটারে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নতুন একটি মডেল উন্মুক্ত করেছে মেটা প্ল্যাটফর্মস। 'মিউজ গ্লিমার' নামের এই মডেল কম্পিউটারে ডাউনলোড করে চালানো যাবে। ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মডেলটি পরিবর্তনও করতে পারবেন। মেটার এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী এআই প্রযুক্তি কতটা উন্মুক্ত রাখা হবে, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলমান বিতর্ক আরো জোরালো হয়েছে। একদিকে কিছু প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এআইয়ের ওপর কঠোর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। অন্যদিকে মেটার মতো প্রতিষ্ঠান মনে করে, শক্তিশালী এআই প্রযুক্তি আরো বেশি মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া উচিত। মেটা জানিয়েছে, 'মিউজ গ্লিমার' তাদের 'মিউজ স্পার্ক ১.২' মডেলের ছোট ও উন্নত সংস্করণ। কম কম্পিউটার ক্ষমতা, কম বিদ্যুৎ এবং সীমিত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করেও যাতে এটি চালানো যায়, সেভাবেই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে। মেটার তথ্য অনুযায়ী, মিউজ গ্লিমারে ৩০ বিলিয়ন প্যারামিটার রয়েছে। এআই মডেল কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়, তার পেছনে এসব প্যারামিটার কাজ করে।

https://www.kalerkantho.com/online/world/2026/08/11/1723834

হরমুজ প্রণালি খুলতে ক্ষতিপূরণসহ ইরানের কঠোর শর্ত

হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একাধিক কঠোর শর্ত দিয়েছে ইরান। তবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ খুলে দেওয়ার বিষয়ে এখনো কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি দুই পক্ষ। এর মধ্যেই হরমুজ প্রণালিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি জাহাজে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৮ আগস্ট) ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের আচরণ পরিবর্তন না করা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি খুলবে না। পরিষদের সচিব ও ইসলামিক রেভ্যুল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কমান্ডার মোহাম্মদ বাঘের এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশ কয়েকটি শর্ত তুলে ধরেন। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে– ইরানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কোনো হুমকি না দেওয়া, ইরান ও অঞ্চলটির মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা, ইরানের বন্দরগুলোর ওপর নৌ অবরোধ প্রত্যাহার এবং অঞ্চলটি থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়া। এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র। হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলতে সম্মত হওয়ার আগে একটি গ্রহণযোগ্য চুক্তি চায় ওয়াশিংটন।

https://www.protidinersangbad.com/international/580805

বাংলাদেশ সফর নিয়ে ভারত সরকারের দ্বারস্থ হচ্ছে বিসিসিআই

ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আগস্টের শেষ দিকে অর্থাৎ আগামী ২৮ আগস্ট বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের। যদিও এই সিরিজ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে হওয়ার কথা ছিল। তবে দুই দফায় তা পিছিয়ে দেয় ভারত। তবে সিরিজটি হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) বলছে, অনুমতি ও স্পষ্ট ধারণা নিতে সরকারের দ্বারস্থ হতে যাচ্ছে তারা। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ সফর নিয়ে এ মুহূর্তে নিজেদের মতো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থায় নেই বোর্ড। সরকারের নির্দেশনা ও অনুমতির জন্য শিগগিরই যোগাযোগ করবে তারা। তবে পুরো বিষয় এখন ভারত সরকারের নির্দেশনার ওপর নির্ভর করছে। বিসিসিআই সূত্র জানিয়েছে, 'বাংলাদেশ সফরের বিষয়ে অনুমতি ও স্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। এ মুহূর্তে নিজেদের মতো করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে শিগগিরই আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

ছোটদের আসর

সঙ্গীতজ্ঞ গাধা

এক গ্রামে এক ধোপা ও তার গাধা বাস করত। দিনের বেলা গাধাটা ধোপার বস্তাগুলো বয়ে বেড়াত। রাতে ধোপা তাকে মাঠে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিত। কিন্তু গাধাটা চুপিচুপি কাছের খেতগুলোতে ঢুকে সেখানকার তাজা সবজি খেয়ে ফেলত।

একদিন এভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় তার সাথে একটি শেয়ালের দেখা হলো। তারা বন্ধু হয়ে গেল এবং গাধাটি শেয়ালকে তার রাতের সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ জানাল। তারা প্রতি রাতে দেখা করতে লাগল। ভোর হওয়ার আগেই গাধাটি বাড়ি ফিরে আসত।

এইভাবে অনেক দিন চলল। একদিন শিয়ালটা বলল, "বন্ধু, আমি কাছেই পাকা রসালো শসায় ভরা একটা নতুন খেত খুঁজে পেয়েছি। এটা আপনার জন্য এক দারুণ ভোজের চেয়ে কম কিছু নয়। আমি নিশ্চিত যে ওই খেতে আমি নিজের জন্য কিছু ছোট প্রাণীও খুঁজে পাব। চলো আজ রাতেই সেখানে যাই।"

তাই তারা দুজনেই শসা খেতে গেল। গাধাটা পেট ভরে খেয়ে বলল, "বন্ধু, আজ আমি কী যে খুশি! পূর্ণিমার চাঁদটা দেখো। কী সুন্দর! দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।"

শেয়ালটা বলল, "বন্ধু, আমরা এই মাঠ থেকে চুরি করছি। আমাদের আওয়াজ শোনা যাবে না। তুমি গান গাইলে কৃষকেরা জেগে উঠবে আর আমরা ধরা পড়ে যাব। এর চেয়ে বরং খেয়ে নেওয়াই ভালো, গান গাওয়ার কথা ভুলে যাও!"

গাধাটা বিরক্ত হলো। "তোমার মতো বুনো পশু সঙ্গীতের কদর করতে পারে না। আমি তোমাকে দেখাবো আসল সঙ্গীত কেমন হয়।"

শেয়ালটা দেখল যে গাধাটা গান গাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই সে বলল, "বন্ধু, তুমি যদি গান গাইতেই চাও, তবে আমি মাঠ থেকে বেরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যাতে আমি কৃষকদের ওপর নজর রাখতে পারি।" এই বলে শেয়ালটা দৌঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

গাধাটা চাঁদের দিকে মুখ তুলে সর্বোচ্চ স্বরে চিৎকার করতে লাগল। কৃষকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠল এবং পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তাকে মাঠে স্পষ্ট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো । তারা লাঠি ও পাথর নিয়ে তাকে তাড়া করল এবং বেধড়ক পিটিয়ে আধমরা করে দিল।

গাধাটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই শিয়ালটা তার লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। "বন্ধু, গানটা খুব সুন্দর ছিল। কৃষকেরা দেখছি তোমার গান শুনে ভালোই পুরস্কৃত করেছে!"

নীতিবাক্য: সবকিছুরই একটা সময় ও স্থান আছে।

সংগ্রহে: ইন্টারনেট

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

কথা গমেজ

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

শ্রাবন নিকোলাস কস্তা

আজ আকাশ জুড়ে আনন্দের গান,
স্বর্গের আলোয় ভরে উঠুক প্রাণ।
মহিমার পথে উঠলেন যিনি,
তিনি আমাদের পবিত্র মা মারীয়ার নাম।
নীরব হৃদয়, পবিত্র মন,
ঈশ্বরের প্রেমে ছিল সমর্পণ।
বিনয়ের মাঝে জীবন গড়া,
বিশ্বাসে ছিল হৃদয় ভরা।
যিশুর মাতা, স্নেহের প্রতিমা,
তোমার ভালোবাসা অপরূপ মহিমা।
দুঃখের মাঝেও হারাওনি আশা,
ঈশ্বরের প্রতি ছিল অটুট ভরসা।
বেথলেহেম থেকে কালভারীর পথে,
হেঁটেছো তুমি অশ্রুসিক্ত রথে।
পুত্রের দুঃখে কেঁদেছো নীরবে,
তবুও বিশ্বাস ছিল অটল, গভীরে।
আজ সেই মাতা স্বর্গের দ্বারে,
মহিমার আলো তাঁকে ঘিরে।
দেবদূত গায় আনন্দের গান,
স্বর্গে উঠেছে জয়ধ্বনি মহান।
যিশুর স্নেহের পবিত্র কোলে,
মা আজ রয়েছেন আনন্দের দোলে।
স্বর্গের রাণী, পবিত্র মাতা,
তোমার মহিমা চির অম্লান গাঁথা।
হে মা মারীয়া, রেখো ছায়ায়,
পথ দেখিও জীবনের মায়ায়।
বিপদের দিনে সাহস দিও,
অন্ধকারে আলোর পথ দেখিও।
তোমার মতো বিশ্বাস যেন পাই,
তোমার মতো বিনয় হৃদয়ে সাজাই।
ভালোবাসা দিয়ে জীবন ভরি,
যিশুর পথে যেন চলতে পারি।
আজকের এই পবিত্র দিনে,
প্রার্থনা উঠুক হৃদয়ের কোণে।
তোমার আশীর্বাদ থাকুক সবার প্রাণে,
শান্তি নেমে আসুক পৃথিবীর গানে।
স্বর্গের মাতা, আমাদের মা,
তোমার চরণে জানাই প্রণাম।
যিশুর প্রেমে, ঈশ্বরের কৃপায়,
ধন্য হোক জীবন তোমার ছায়ায়।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

মর্যাদার পথে দলিতদের পাশে বাংলাদেশ মণ্ডলী

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত খুলনা ধর্মপ্রদেশ দেশের অন্যতম উপেক্ষিত সামাজিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তার পালকীয় পরিচয় গড়ে তুলেছে। আর তা হলো দলিত বা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের পাশে দাঁড়ানো। খুলনা ধর্মপ্রদেশের অধিকাংশ কাথলিকই দলিত সম্প্রদায়ের। এখনো দলিত সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়ে গেছে যদিও সরকারীভাবে জাতিভেদ প্রথা নিষিদ্ধ। স্থানীয় মণ্ডলী এই জনগোষ্ঠীর সেবা করে চলেছে। তবে এই সেবাকাজ কোন অতিরিক্ত উদ্যোগ নয়; বরং এটি মণ্ডলীর প্রেরণকাজের কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে। আর তাই মণ্ডলী মঙ্গলবাণী ঘোষণা, শিক্ষা ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রমকে সমন্বিত করে ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

বঞ্চনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি জনগোষ্ঠী: বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ মুসলিম হলেও, দেশের সামাজিক কাঠামোতে এখনও হিন্দু জাতিভেদ প্রথার সৃষ্ট অস্পৃশ্যতার চর্চা রয়ে গেছে। ভাটিকানের সংবাদ সংস্থা ফিদেসের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে ৩০ থেকে ৫০ লাখ দলিত বসবাস করেন। তাদের অনেকেই এখনও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা পরিষ্কার করা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ, বর্জ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য স্বল্প বেতনের কায়িক শ্রম তথা 'অশুচি' হিসেবে বিবেচিত পেশায় নিয়োজিত।

দেশের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষম্য নিষিদ্ধ করলেও দলিত সম্প্রদায়ের সন্তান ও সদস্যরা বিদ্যালয় ও শ্রমবাজারে খুব সীমিত প্রবেশাধিকার পায়। ফলে তাদের আয়, জীবনমান ও আবাসন খুব নিম্নমানের। খুলনা শিল্পাঞ্চল হলেও এখানে আনুমানিক পাঁচ লাখ দলিত বসবাস করেন। তাদের বেশিরভাগই শহরের প্রান্তের বস্তিতে বাস করেন।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সাথে সংযুক্তিতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় আটটি জেলা নিয়ে। ধর্মপল্লী, কাথলিক বিদ্যালয় এবং কারিতাসের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মপ্রদেশ তার সেবা ও কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী বলেন, আধ্যাত্মিক পরিচর্যার পাশাপাশি জীবন যুদ্ধে মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্মপ্রদেশের কাজের মূল লক্ষ্য হলো মানব উন্নয়ন এবং পরিবারগুলোকে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করতে সহায়তা করা। একইসঙ্গে তাদের কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেও সহযোগিতা করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে কারিতাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মপ্রদেশের প্রায় ৩৭,০০০ কাথলিকের মধ্যে অধিকাংশই দলিত সম্প্রদায়ের। ফলে দলিত ও প্রান্তিকদের সেবা করা এ ধর্মপ্রদেশের মূল বৈশিষ্ট্য।

মর্যাদার পথে বিশ্বাস: অনেক দলিতের জন্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ সামাজিক সম্মান ও ব্যক্তিগত নবায়নের সঙ্গে যুক্ত। ধর্মান্তরিত মানুষের আচরণে পরিবর্তন আসে, বৈষম্যের পরিবর্তে সম্মান পেতে শুরু করে এবং বাস্তব জীবনে উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগের দ্বারও উন্মুক্ত হয়। এই পরিবর্তন যেন প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিতে রূপ নেয় তা নিশ্চিত করার জন্য ধর্মপ্রদেশ কাজ করে।

খুলনায় মঙ্গলসমাচার ঘোষণা ও মানব উন্নয়নকে একই প্রেরণকাজের দুটি প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়। যে ধর্মপ্রদেশের কাথলিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দলিত সম্প্রদায়ের, সেই ধর্মপ্রদেশের প্রেরণকাজের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস কাজ করে: সুসমাচারের বার্তা অসহায় মানুষের জীবনে আশা ফিরিয়ে দিতে পারে এবং আরও ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে।

ফ্রান্সে সফরে পুণ্যপিতা পোপ লিওর প্রৈরিতিক সফরের কর্মসূচি

ভাটিকান নিউজ জানিয়েছে পোপ চতুর্দশ লিও ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ দিনের প্রৈরিতিক সফরে ফ্রান্সে যাচ্ছেন। এই সফরে পোপ প্যারিস, সাঁ-দনি, লুর্দ ও মেত্জ সফর করবেন এবং এরপর রোমে ফিরে যাবেন।

২৫ সেপ্টেম্বর: রোম থেকে প্যারিস: রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও ধর্মীয় ব্যক্তি ও যুবদের সাথে প্রার্থনা: শুক্রবার সকালে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে পোপ রোমের ফিউমিচিনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্যারিসের অরলি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেবেন এবং সকাল ১০টায় সেখানে পৌঁছাবেন। আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর তিনি এলিজে প্রাসাদে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ। ১ম দিন শেষ হবে ধর্মীয় ব্যক্তি ও যুবকদের সাথে প্রার্থনায় অংশ নিয়ে।

২৬ সেপ্টেম্বর: প্যারিস ও লুর্দ: ফ্রান্সে তাঁর দ্বিতীয় দিন শুরু হবে 'মেজোঁ বাকিতা' পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে। এরপর পোপ মহোদয় প্যারিসের কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় 'ইনস্টিটিউ কাথলিক দ্য প্যারিস'-এ প্রাদেশিক সিনডাল অ্যাসেম্বলির সদস্য, ক্যাটেকুমেন এবং নবদীক্ষিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর বিমানে লুর্দের উদ্দেশে রওনা হবেন। লুর্দে পৌঁছে তিনি আওয়ার লেডি অব লুর্দেস তীর্থস্থানের ম্যাসাবিয়েল গুহায় প্রার্থনা করবেন।

২৭ সেপ্টেম্বর: লুর্দ: লুর্দে তাঁর প্রথম পূর্ণ দিনের সকাল শুরু হবে আওয়ার লেডি অব লুর্দেস তীর্থস্থানের সাঁ বের্নাদেত অডিটোরিয়ামে ফরাসি বিশপ সম্মেলনের সদস্য বিশপদের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। এরপর তীর্থস্থানের খোলা মাঠে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। পরে পোপ মহোদয় লুর্দের কারমেলাইট মঠের সিস্টারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করবেন। দিনের শেষ হবে তীর্থস্থানে ঐতিহ্যবাহী মোমবাতি সহযোগে রোজারি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে।

২৮ সেপ্টেম্বর: লুর্দ, মেত্জ ও রোম: ফ্রান্স সফরের শেষ দিনে পোপ মেত্জে যাবেন। সেখানে তিনি একটি আন্তঃধর্মীয় সভায় এবং 'শান্তি ও ঐক্যের জন্য ইউরোপের শিকড়ের কাছে' শীর্ষক সভায় অংশ নেবেন। এরপর সেন্ট স্টিফেন ক্যাথেড্রালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উদযাপনের মাধ্যমে ফ্রান্সে পোপের সফর শেষ হলে পোপ মহোদয় সন্ধ্যা ৭টার ফ্লাইটে রোমের উদ্দেশে রওনা হবেন।

এ সফরের মূলমন্ত্র হলো: যেন পৃথিবী জীবন পায়।

যিশুর বাপ্তিস্মের ২,০০০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু জর্ডানে

যিশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ২,০০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জর্ডানে বেসামরিক ও ধর্মীয় নেতারা একত্রিত হয়ে ঐতিহাসিক এই উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে যিশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ২,০০০ বছর পূর্তি হবে। প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণা অনুযায়ী, যিশু খ্রিস্ট যর্দন নদীতে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছ থেকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাটি বর্তমান জর্ডানের আল-মাগতাস এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল বলে ঐতিহ্যগতভাবে মনে করা হয়। সোমবার, ১০ আগস্ট, জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসান 'যিশু খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পূর্তি উদযাপন প্রস্তুতির জাতীয় কমিটি'র প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা রয়েছেন। ঐতিহাসিক এই স্মরণোৎসবের প্রস্তুতি ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য কমিটিটি জাতীয় পর্যায়ের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। প্রথম সভায় প্রধানমন্ত্রী হাসান অবিলম্বে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শুরু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, মহামান্য রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জর্ডানের চার্চ নেতাদের কাউন্সিলের উদ্যোগকে সমর্থন করে এই প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে হবে। যিশু খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পূর্তি উদযাপন জর্ডানের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বকে তুলে ধরবে।

- তথ্যসূত্র : news.va

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের গৌরনদী কাথলিক ধর্মপল্লী পরিদর্শন ও আন্তধর্মীয় সংলাপ

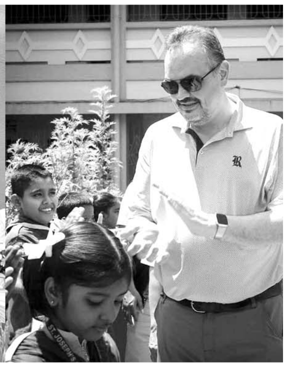

লিটন আরিন্দা: গত ১০ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের অন্তর্গত গৌরনদী কাথলিক ধর্মপল্লী পরিদর্শন করেন। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সামাজিক সহাবস্থানের এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী মো. জহির উদ্দিন স্বপন, এমপি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইব্রাহীম, গৌরনদী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার লিটন গোমেজ, বরিশাল ক্যাথলিক ডাইওসিসের প্রজেক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সেক্রেটারি ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি আন্তধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। সংলাপে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির ঐতিহ্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, একটি শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় সমাজ গঠনে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, মানবিকতা, ন্যায়বোধ ও শান্তির চেতনা জাগ্রত করে। তাই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সংলাপ সমাজে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান আরও জোরদার করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি সমাজে শান্তি, মানবিক মর্যাদা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিবেশ বজায় রাখতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়।

রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেনের গৌরনদী কাথলিক ধর্মপল্লী পরিদর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই আন্তধর্মীয় সংলাপ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের সংলাপ ও পারস্পরিক মতবিনিময় বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি, শান্তি ও সহাবস্থানের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের নবায়ন কোর্স

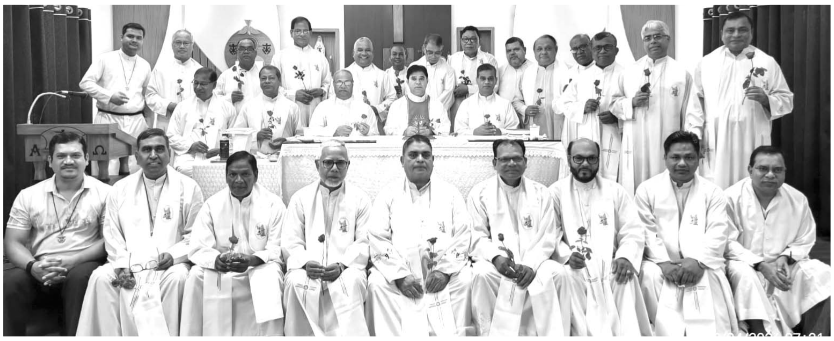

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত আগস্ট ৩-৮, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদার ফ্লাভিয়ান রিনিউয়্যাল সেন্টার, দিয়াংয়ে বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজক যারা ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টবর্ষের মধ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন তাদের একটি নবায়ন কোর্স সম্পন্ন হয়। নবায়ন কোর্সের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "১৯৯০ দশকের যাজক, একবিংশ শতাব্দীর পালক"। এই কোর্সে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে মোট ২৫জন যাজক নবায়ন অংশ নেন।

৪ আগস্ট সকালে পালক পুরোহিত ও ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও নবায়ন কোর্সের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি ফাদার মিন্টু পালমা। খ্রিস্টযাগের শেষে দিয়াং এ সেবারত ব্রাদারগণ ও হোস্টেলের ছেলেরা ফাদারদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। সকাল ৯টায় '১৯৯০ দশকের যাজক, একবিংশ শতাব্দীর পালক' প্রতিপাদ্য বিষয়টি উপস্থাপন করেন ফাদার বাবলু সরকার। অন্যান্য বেশ কয়েকজন যাজক বিষয়টিকে আরো বিস্তৃত করেন তাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্যদিয়ে। এমনিভাবে পরবর্তীতে যাজকীয় ভ্রাতৃত্ব, যাজকতন্ত্র ও সিনোডালিটি বিষয়টি উপস্থাপন করেন ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা, যাজকীয় জীবনের আনন্দ ও সুখময়তার বিষয় তুলে ধরেন ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, যাজকীয় জীবনের বর্তমান বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং শেষদিন "যাই আমাদের কালে" যাজকীয় জীবনের বৈচিত্র্যতা নিয়ে আলোচনা করেন ফাদার ডমিনিক হালদার।

উল্লেখ্য প্রত্যেকটি উপস্থাপনার পরপরই বিভিন্নজন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং সকলেই ব্যক্তিগত সহভাগিতায় অংশগ্রহণ করে অন্যদের আলোকিত করেন। নবায়ন কোর্সের অংশ হিসেবেই যাজকগণ সেন্ট মেরীস স্কুল, জামালখান ও জামালখান ধর্মপল্লী এবং ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী পরিদর্শন করেন। শেষদিনে তারা যান রাঙ্গামাটি ধর্মপল্লী ও জনগণের জীবনযাত্রা পরিদর্শনে। রাঙ্গামাটি ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের নবায়ন কোর্সের সমাপ্তি টানা হয়।

মিরপুরে সাধু জন ভিয়ান্নী সেমিনারীর পর্ব উদ্‌যাপন

ম্যাথিও মুগ্ধ গমেজ: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আনন্দঘন পরিবেশে মিরপুরে অবস্থিত সেমিনারীর প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব উদযাপিত হয়েছে। পর্ব উপলক্ষে ৭ আগস্ট, বিকেল ৫টায় মিরপুর ধর্মপল্লীর গির্জায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ এবং সেমিনারীর পরিচালক ফাদার লুক কাকন কোড়াইয়া। এছাড়াও খ্রিস্টযাগে সেমিনারীয়ানগণ ও খ্রিস্টভক্তরা অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবন ও যাজকীয় আদর্শ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। প্রার্থনা, আত্মত্যাগ, বিনয় এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কীভাবে তিনি একজন আদর্শ যাজক হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তা তুলে ধরা হয়। এছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সেমিনারীয়ানদের প্রার্থনাময় ও সেবামুখী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানানো হয়।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শেষে মিরপুর ধর্মপল্লীর গির্জার হলরুমে সেমিনারীয়ানদের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সেমিনারীয়ানগণ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবনী নিয়ে একটি সুন্দর নাটিকা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আনন্দ, প্রার্থনা ও ভ্রাতৃত্বের আবহে আয়োজিত এ পর্ব উদযাপন সেমিনারীয়ান ও ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের জন্য ছিল এক বিশেষ অনুপ্রেরণার মুহূর্ত। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবন ও আদর্শ সকলকে আরও গভীরভাবে খ্রিস্টের পথে চলতে এবং মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করুক এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পর্বীয় আয়োজনে সমাপ্তি ঘটে।

পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

নবিস শ্রাবন আন্তনী পালমা: গত ২৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়, সাগরদী, বরিশালে এক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে নবিস সতিচন্দ্র বেনেডিক্ট ত্রিপুরা পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। হলি ক্রস অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউড এর চ্যাপেলে ব্রতীয় খ্রিস্টযাগ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

উক্ত খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য ও ব্রতবাণী গ্রহণ করেন যিশুর পবিত্র হৃদয়ের সংঘ প্রদেশের সংঘ প্রদেশপাল ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি। পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে ফাদার বলেন, "সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে আমাদের জীবনটা সূর্যমুখী ফুলের ন্যায় হওয়া উচিত; সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তেমনি আমরাও যেন ঈশ্বর কেন্দ্রিক থাকি।"

প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ উপলক্ষে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার ও ব্রাদারসহ, বিভিন্ন সংঘের ভগিনীগণ, নবিসগণ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ এবং প্রথম সন্ন্যাসব্রতধারীর আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

নব্যাধক্ষ ফাদার ভিনসেন্ট বি. রোজারিও সিএসসি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীর পিতা মাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন। এরপর পবিত্র ক্রুশ নব্যালয়ে মধ্যাহ্নের মিলনভোজের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বোর্ণীতে অনুষ্ঠিত হলো বাইবেল এবং ওয়াইসিএস সেমিনার

মৃদুল পালমা: গত ২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে শক্তিমতি কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লী, বোর্ণীতে অনুষ্ঠিত হলো বাইবেল এবং ওয়াইসিএস সেমিনার। প্রারম্ভে খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনারের কার্যক্রমের সূচনা হয়। সেমিনারে ২৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেভার্স রোজারিও।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বোর্ণী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার বাবলু কোড়াইয়া, ফাদার উত্তম রোজারিও, ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন, সিস্টার লুসি এসসি'সহ বোর্ণী ধর্মপল্লীর অন্যান্য ফাদার ও সিস্টারগণ। প্রদীপ প্রজ্বলন, বাইবেল পাঠ ও উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন 'খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন গঠন ও ওয়াইসিএস এর মূলমন্ত্রে অগ্রযাত্রা' বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। 'পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে জীবন গঠন ও মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় পথচলা' মূলভাবের আলোকে কথা বলেন ফাদার উত্তম রোজারিও। পরিশেষে ফাদার সুমিত ব্রেইস কস্তা, সিস্টার রুলিতা খালকো ও সিস্টার তার্সিলার নেতৃত্বে বাইবেল কুইজ এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে উক্ত দিবসের কার্যক্রমের ইতি টানা হয়।

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission Hospital, Community Health Development, Training and Research organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There are vacancies for the following regular position based at LAMB Hospital, Parbatipur, Dinajpur.

Position: Assistant Manager of Finance — **Post: 1 (Male/Female)**

Job Summary: The Assistant Manager of Finance will ensure transparent functioning, detailed monitoring, and accurate reporting, leadership of finance and compliance with Government laws in matters relating to finance. To ensure full compliance with all accounting, finance, tax, auditing, and other laws of Bangladesh, and the requirements set forth by donors and partners' agreements. Responsible for all financial accounting, transactions, and financial reporting for LAMB as set forth by the Finance Director. Responsible for the presence and applications of financial controls. To provide full support to the Finance Director for budgeting, financial planning, and all other relevant financial reporting such as monthly closing, year-end closing, and external audit. To effectively manage the finance department staff in a way that fosters professionalism, excellent performance, integrity, and team unity.

Essential Requirements: Master's degree in Accounting, Finance or a relevant field. Candidates should have a minimum of 15 years of experience in financial management, with at least 3 years in a leadership role. Strong understanding of financial statistics and accounting principles. Working knowledge of all statutory legislation and regulations. Proven experience in financial planning and analysis with previous experience overseeing finance, accounting, budgeting, control, and reporting. Applicants should have good computer knowledge, especially in MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint, and excellent spoken and written English language skills are essential. A valid motorcycle driving license is required. Candidates with higher level of experience will be considered for higher post and higher salary.

Age: Minimum 35 years.

Salary: Tk. 42,080/- per month gross salary, inclusive all benefits. The remuneration package includes a provident fund, travel & food allowance, critical illness and death benefits, and recreation contribution. Other benefits include medical care at LAMB Hospital.

Application Deadline: 10 September 2026.

Position: Teacher (English) — **Post: 1(Male/Female)**

Job Summary: Through quality teaching to work toward the goal of learning that supports each child in reaching his or her full potential, physically, mentally, spiritually, and academically. To carry out creative teaching for students and live an active Christian lifestyle. To communicate regularly in English.

Essential Requirements: Minimum Bachelor degree pass but B.Ed training and IT knowledge is preferred. Candidates should have a minimum of 6 years of teaching experience in English. Experience working with children, willingness to accept input as they learn new skills. Having an advanced level of spoken English. Ability to work patiently, consistently and kindly with individuals and groups of children on tasks planned and given by the teacher or planned by themselves. Functional written and spoken Bangla. Having knowledge on "delivering quality education and understanding of the English national curriculum (Cambridge)" is preferable. Ability to take notes on children's work and behavior.

*Please clearly mention the second subject you prefer to teach, along with English, and list previous teaching experience. (We require staff to teach English to children aged 4 years to 16 years.)

Age: Under 45 years. Age limit can be considered based on experiences and skills.

Salary: Tk. 21,243/- per month gross salary, inclusive all benefits. The remuneration package includes a provident fund, travel & food allowance, critical illness and death benefits, and recreation contribution. Other benefits include medical care at LAMB Hospital.

Application Deadline: 26 August 2026.

Job Location: LAMB Head Office, Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential woman candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com Shomvob LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় | That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন | Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/১৬৩/২৬

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য

বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ

বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

বিজ্ঞাপনের অবস্থান ও ধরণ	বাংলাদেশী টাকা	ইউরো	ইউএস ডলার
শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়,
আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন: (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com
বিকাশ
বিকাশ নম্বর: ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬❖ সংখ্যা - ২৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 28
Regd. No. DA-33
❖ 16 - 22 August, 2026, ১ - ৭ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিঞ্/১৬০/২০২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org